



**পূরস্কৃত শিল্পী এখন অটো চালক**  
কাশ্মীরে কাগজের মন্ড থেকে শিল্পদ্রব্য তৈরির জাদুকর, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী পেটের দায়ে আজ অটো চালক  
পৃষ্ঠা ৫



**৮১ বছর পর ..**  
৮১ বছর আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ৮৬৪ সৈনিক নিয়ে ডুবে যাওয়া জাপানি জাহাজের সন্ধান মিলল দক্ষিণ চীন সাগরে  
পৃষ্ঠা ৭



কলকাতা সংস্করণ

৫৬ বর্ষ □ ১৯৪ সংখ্যা □ ২৫ এপ্রিল, ২০২৩ □ ১১ বৈশাখ ১৪৩০ □ মঙ্গলবার

৩.০০ টাকা

Morning Daily • KALANTAR • Year 56 • Issue 194 • 25 April, 2023 • Tuesday • Total Pages 8 • 3.00 Per day • Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

## তামিলনাড়ুতে একতরফা কাজের ঘণ্টা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি এআইটিইউসি'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল : তামিলনাড়ু সরকার বিধানসভায় কোন আলোচনা ছাড়াই কারখানা আইন (সংশোধনী) ২০২৩ সংক্রান্ত বিলটি অনুমোদন করায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এআইটিইউসি। দলের জাতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক বার্তায় সাধারণ সম্পাদক অমরজিৎ কাউর বলেছেন, ওই বিল অনুমোদিত হওয়ায় কারখানার শ্রমিকদের কাজের সময় ৮ ঘণ্টা থেকে বেড়ে ১২ ঘণ্টা হবে। এটা খুবই দুঃখের বিষয়, বিলটি অনুমোদনের আগে সরকার তার শরিক দলগুলি যেমন সিপিআই(এম), সিপিআই, কংগ্রেস বা এডিএমকে'র মত দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বা ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে কোন আলোচনা করলেন না। বিলটি অনুমোদনের সময় এইসব শরিক দলের বিধায়করা প্রলম্ব আপত্তি করা সত্ত্বেও তাদের মতামতকে উপেক্ষা করা হয়। এই সংশোধনী নিঃসন্দেহে কর্পোরেট বন্ধু এবং শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী। এই আইন কার্যকরী হলে শিল্পপতির প্রভুত ক্ষমতার অধিকারী হবে এবং শ্রমিকদের শোষণও নানাবিধ নির্যাতনে লাগাম টানার আর কোন সুযোগই থাকবে না।

অমরজিৎ কাউর বলেছেন, কারখানা আইনে মালিকদের উপর যে নিয়ন্ত্রণ বিধি থাকে তা সংশোধনীর মাধ্যমে শিথিল করা হলে তা সর্বদাই যায় মালিকের পক্ষে। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কাজের সময় ১২ ঘণ্টা করা হলে কাজের পরিবেশ খারাপ হবে এবং এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে শ্রমিকের বেতনে। নারী ও ২ পৃষ্ঠায় দেখুন



হস্তির বৃষ্টি : সোমবার ধর্মতলা এলাকা থেকে কালান্তরের তোলা চিত্র।

## পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে ভয়ঙ্কর হুমকি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা : পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসকে হুমকি দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার। এমন মন্তব্য নিয়ে রাজ্য-রাজনীতি তোলপাড় হয়ে গিয়েছে। কারণ কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার মাফিয়া-ভাষায় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের শুইয়ে দেব বলে হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ। তিনি সরাসরি শুইয়ে দেব মন্তব্য করলে অনেকেই ভাবতে শুরু করেছেন বিজেপি ইচ্ছা করেই গোলামাল পাকাবে। পঞ্চায়েত নির্বাচন রক্তাক্ত হবে। যদিও এই নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

বিভিন্ন নেতাদের মুখে শোনা গিয়েছিল, বুকে পা তুলে দেওয়ার কথা। ছয় ইঞ্চি কমিয়ে দেওয়ার কথা। এবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর এমন ভাষা শুনে বাংলার মানুষ তাজব্ব। পঞ্চায়েত নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই লাগামহীন ভাষা ব্যবহার হচ্ছে। আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্যে শোরগোল তৈরি হয়েছে। রবিবার বাঁকুড়ার একটি বেসরকারি হোটেলে সাংগঠনিক বৈঠক করেন তিনি। আর সেটা শেষ করেই কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার বলেন, ২০১৮ ও ২০২৩ সালের বাঁকুড়া বিজেপির মধ্যে অনেক ফারাক আছে। এখন বিজেপি কর্মীদের বাধা দিতে কেউ সাহস পাবে না। এখন পুলিশ যদি সাহায্য করে সেটা আলাদা ব্যাপার। আর এসবের জবাব ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে আলাদাভাবে দেওয়া হবে। গতবারের মতো এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে উন্নয়ন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে এবং গতবারের মতো ব্যবহার করলে আমরা তাদের শুইয়ে দেব।

রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, এবার পঞ্চায়েত ভোটে প্রভাব পড়বে সেটা বুঝতে পারছে বিজেপি ও তৃণমূল। তাই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করছে। আক্রমণ করতে গিয়ে বারবার কুখ্যা বলেছেন। এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে অন্যান্য বিরোধী নেতৃত্ব বলছেন বিজেপি সাংসদ তো নিজেই শুয়ে পড়েছেন। ওই বৈঠকে উপস্থিত বিজেপি নেত্রী লক্কেট চট্টোপাধ্যায়কে পাশে বসিয়ে একথা বলে তিনি দেখাতে চাইছেন তিনি কত কিছু করতে পারেন। যদিও বিজেপির সংগঠন নীচুতলায় এখনও দুর্বল। তারপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এমন বক্তব্যে আতঙ্কের জন্মনার জন্ম দিল।

### শান্তিপুরে যুব তৃণমূল কমিটিতে কনস্টেবল

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিরোধীরা বার বারই অভিযোগ তোলেন পুলিশ নাকি তৃণমূলের দল দাসে পরিণত হয়েছে। এ নিয়ে নানা কটাক্ষ চলে পুরোদমে। তবে শান্তিপুরে ব্লক যুব তৃণমূলের যে কমিটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা গিয়েছে এক পুলিশ কনস্টেবলের নাম। এদিকে গায়ে পুলিশের উর্দি চাপিয়ে কী করে একজন কনস্টেবল তৃণমূলের যুব কমিটিতে নাম লিখিয়ে ফেললেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এভাবে যুব তৃণমূলের ব্লক কমিটিতে থেকে পুলিশ কতটা নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারবে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

এদিকে বিরোধীরা ইতিমধ্যেই এনিয়ে কটাক্ষ করা শুরু করেছেন। সূত্রের খবর, গত ২০ এপ্রিল এই কমিটির তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে ওই কনস্টেবলের নাম রয়েছে। তিনি আবার রাজ্য পুলিশের জুনিয়র কনস্টেবল। তিনি কৃষ্ণনগরে পোস্টিং রয়েছেন। কৃষ্ণনগর পুলিশ লাইনে তিনি কর্মরত। শান্তিপুুরের আরবাদি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনি বাসিন্দা। ঘটনার কথা জানাজানি হতে শাসকদলের তদন্তেরও অস্বস্তি চরমে। এদিকে কীভাবে কনস্টেবলের নাম তৃণমূলের সম্পাদকের তালিকায় উঠে গেল? এতদিন পুলিশ আড়ালে আবডালে রাজনীতি করে বলে অভিযোগ তুলতেই বিরোধীরা। এবার একেবারে যুব তৃণমূলের নেতা হিসাবে নাম ঘোষণা হলে গেল পুলিশ কনস্টেবলের? এটা কেমন রাজনীতি? ওই কনস্টেবল একটা বালো সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, গত ৮ বছর ধরে সরকারি কর্মী হিসাবে কাজ করছি। হঠাৎ করেই শুনলাম তৃণমূলের যুব কমিটিতে আমার নাম উঠে গিয়েছে। আমি কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নই। আমার কোনও অনুমতিও নেওয়া হয়নি। তৃণমূল নেতৃত্বও এনিয়ে অস্বস্তিতে। তাঁদের একাংশের মতে, ভুল করে এই ঘটনা হয়ে গিয়েছে। দ্রুত বিষয়টি দেখা হচ্ছে। এদিকে অভিজ্ঞ মহলের মতে, ফোর্সের ইউনিফর্ম পরে এভাবে সরাসরি রাজনীতি করা যায় না। কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষ নিয়ে মতামতও দেওয়া যায় না। কিন্তু নদিয়ার এই ঘটনা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। এদিকে এর আগে বাংলায় একাধিক জায়গায় দেখা গিয়েছে থানার পদস্থ অধিকারিকরা রীতিমতো ইউনিফর্ম পরে রাজনৈতিক সভার মধ্যে উপস্থিত হয়ে যান। তা নিয়ে বিতর্ক কিছু কম হয় না। এবার একেবারে তৃণমূলের কমিটিতে নাম উঠে গেল পুলিশ কনস্টেবলের। তবে যাবতীয় বিতর্ককে অবশ্য দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

## কাস্তে ধানের শীষ রইল সিপিআইয়েরই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে কাস্তে ধানের শীষ প্রতীক চিহ্নটি সিপিআই-এর ব্যবহারের জন্যে অনুমোদন করলো রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এই মর্মে কমিশনের একটি চিঠি সোমবার কলকাতায় সিপিআই-এর রাজ্য দপ্তর ভূপেশ গুপ্ত ভবনে পৌঁছায়।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এদিন এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, যে তারা কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার (সিপিআই) কাছ থেকে রাজ্যের জেলাগুলিতে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের (২০২৩) প্রতিটি স্তরে শুধুমাত্র তাদের প্রার্থীদের লড়াইয়ের জন্যে কাস্তে ও ধানের শীষ নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে ব্যবহারের একটি আবেদন পেয়েছে।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, রাজ্যের বর্তমানে সিপিআই-এর মর্যাদা নথিভুক্ত, অস্বীকৃত দল হিসেবে, কিন্তু কেরল, মনিপুর এবং

তামিলনাড়ু এই তিনটি রাজ্যে তারা স্বীকৃতির অধিকারী এবং এই রাজ্যগুলিতে কাস্তে ও ধানের শীষ নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে ব্যবহারের জন্যে তারা অনুমোদন প্রাপ্ত। আবার কর্ণাটকের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনেও এই দলের প্রার্থীরা ওই রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে ওই একই প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিগত লোকসভা নির্বাচন (২০১৯) এবং রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনেও (২০২৩) সিপিআই ওই বিশেষ ও সংরক্ষিত প্রতীক চিহ্নটি নিয়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

অতএব, রাজ্য পঞ্চায়েত আইন ২০০৬ সালের ধারা ও উপধারাগুলি বিবেচনা করে রাজ্য নির্বাচন কমিশন কাস্তে ধানের শীষ প্রতীক চিহ্নটি সিপিআইকে এই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে (২০২৩) ব্যবহারের জন্যে এককভাবে সংরক্ষিত করলো।

## বিরোধী ঐক্যের স্বার্থে নীতীশ-তেজস্বী মমতা'র বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে বিরোধী ঐক্য সার্বিক করার লক্ষ্যে সোমবার নবাসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে মুখোমুখি বৈঠক করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ও উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব। মিনিট ৩৫ নবাসের এই বৈঠকের পর মমতা বলেছেন যে এ নিয়ে তাঁর 'ইগো' নেই। যদিও, বিরোধী ঐক্যের এবং পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের দুর্নীতি ও নৈরাজ্যের ভূমিকা নিয়ে অন্যান্য বিরোধীদের মধ্যে নানা দ্বিমত আছে। তবু, বিগত নয়াদিল্লির বিরোধী বৈঠকে নীতীশ কুমার দ্বায়িত্ব নিয়েছিলেন তৃণমূল বা অন্যান্য যারা বিজেপি বিরোধী শক্তি এখনো সার্বিক ঐক্যে আসেনি তাঁদের সঙ্গে কথা বলার। সেই অনুযায়ী সোমবারের এই বৈঠক। নীতীশ কুমার এবং তেজস্বী যাদব কলকাতা এসে দেখা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এই সবকিছু দলই বর্তমান সময়ে জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপির উল্টো অক্ষে অবস্থান করছে। বছর ঘুরলেই লোকসভা ভোট। তার আগে বিরোধী ঐক্য গড়তেই এই তৎপরতা।

মমতার সঙ্গে বৈঠক সেরেই তড়িঘড়ি লখনউ উড়ে গেলেন নীতীশ। বৈঠকে বসতে অবিলেধ যাদবের সঙ্গে। অনেকেই বলছেন,

## প্রাইভেট চ্যানেলকে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের মামলা নিয়ে সাক্ষাৎকার দেওয়ায় সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন

স্টাফ রিপোর্টার : একটি নির্দিষ্ট খবরের চ্যানেলকে বিচারাধীন বিষয়ে সাক্ষাৎকার দেওয়ায় বিচারপতি অভিজিৎ এমন্টা করে থাকেন তথা বিচারাধীন বিষয়ে টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি আর (শুনানিতে) অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। আমরা দপ্তর প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করব না। কিন্তু যখন বিচারপতি আবেদনকারীর বিরুদ্ধে টেলিভিশন বিতর্কে তাঁর মন্তব্য জানান, তারপর তিনি আর বিষয়টির শুনানি করতে পারেন না। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির একটি নতুন বৈধ গঠন করতে হবে। এটি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জড়িত মামলা। এদিন সুপ্রিম কোর্টের

আমাদের এব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। এটা ঠিক নয়। নিয়োগ দুর্নীতি মামলা নিয়ে কলকাতা থেকে সম্প্রচারিত একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি সত্যিই সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন কি না তা বিচারপতির কাছ থেকে জেনে শুদ্ধবারের মধ্যে হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে জানাতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। সর্বোচ্চ আদালতের এই পর্যবেক্ষণের পরে নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলা বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বৈধ থেকে সরিয়ে নেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

### তিলজলায় সাবান কারখানায় ২ শ্রমিকের মৃত্যুতে ধৃত ২

স্টাফ রিপোর্টার : তিলজলায় সাবান তৈরির কারখানায় ট্যাক্সারে পড়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগে পুলিশ দুজনকে গ্রেফতার করেছে। যদিও রবিবার খুতদের আদালতে তোলা হলে তাদের জামিন দিয়ে দেন বিচারক। সরকারি আইনজীবীর বক্তব্য, খুতদের বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য থারায় মামলা রুজু হয়েছিল। সেই কারণে তাদের জামিন দিয়েছে আদালত। তবে এই ঘটনায় একাধিক গাফিলতির অভিযোগ সামনে আসছে। উল্লেখ্য, তিলজলায় সাবান তৈরির কারখানায় ট্যাক্সারে পড়ে ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

## নাবালিকার দেহ হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় সাসপেন্ড ৪ এএসআই

নিজস্ব সংবাদদাতা : কালিয়াগঞ্জে নিহত নাবালিকার দেহে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় পুলিশ ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে উঠেছে নিন্দার ঝড়। ঘটনার তদন্তে এসে কড়া ভাষায় নিন্দা করেছে জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন। ওই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জানাতে বলেছিল জাতীয় মহিলা কমিশন। চার দিক থেকে চাপের মুখে অবশেষে ওই ঘটনায় যুক্ত ৪ পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করল জেলা পুলিশ। সোমবার একথা জানিয়েছেন উত্তর দিনাজপুরের পুলিশ সুপার সানা আখতার।

গত শনিবার কালিয়াগঞ্জের নিহত নাবালিকার দেহ সাহেবঘাটা ব্রিজের কাছে রাস্তার ওপর রেখে অবরোধ করেছিলেন স্থানীয়রা। অভিযুক্তদের গ্রেফতারির দাবিতে চলছিল বিক্ষোভ। তখন অবরোধ তুলতে পুলিশ সেখানে পৌঁছলে পরিস্থিতি রণকক্ষেত্রের চেহারা নেয়। পুলিশ ও গ্রামবাসীরা একে অপরকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়তে থাকে। এরই মধ্যে স্ট্যান্ড গ্রেনেড ও টিয়ার গ্যাসের সেল ছুড়তে

শুরু করে পুলিশ। তাতে গ্রামবাসীরা দেহ রেখে কিছুটা পিছনে সরে যান। তখন ৬ জন পুলিশকর্মী দেহটিকে রাস্তার ওপর দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বেশ কিছুটা টেনে নিয়ে আসেন। তার পর পুলিশের আঁহুলেলে তোলেন দেহটিকে।

রবিবার এই ঘটনার ভিডিও প্রকাশ্যে এলে দেশ জুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে। রাজ্য প্রশাসনের কাছে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট তলব করে জাতীয় মহিলা কমিশন। রিপোর্ট চায় তপশিলি কমিশনও। মঙ্গলবার শেষ হচ্ছে সেই সময়সীমা। তার আগে মুখ বাঁচাতে সোমবার সন্ধ্যায় ওই ঘটনায় যে ৪ জন পুলিশকর্মী নাবালিকার হাত পা ধরেছিলেন তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে ঘোষণা করল জেলা পুলিশ। সাসপেন্ড হওয়া পুলিশকর্মীরা সবাই অতিরিক্ত উপ পর্যবেক্ষক পদমর্যাদার বলে জানিয়েছেন উত্তর দিনাজপুরের পুলিশ সুপার সানা আখতার।

যদিও পুলিশের এই পদক্ষেপে খুশি নয় বামেরা। তাদের দাবি, একজনের দেহ পুলিশ যে ভাবে মরিয়া হয়ে উদ্ধার করেছে তা নীচ ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

## সিইএসসি ভবনের সামনে বিদ্যুৎ কর্মীদের বিক্ষোভ সমাবেশ

## অধিকার আদায়ে তীব্র আন্দোলনের ডাক

স্টাফ রিপোর্টার : আরএসএস কর্পোরেট পুঁজি নিয়ন্ত্রিত সাম্প্রদায়িক ক্যাসিস্ট বিজেপি সরকার এবং রাজ্যের স্বৈরাচারী দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল সরকার দেশের শ্রমিক শ্রেণির ভয়ানক শত্রু। বিদ্যুৎ শ্রমিক ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের ঠিকা শ্রমিকরাও তার ব্যতিক্রম নয়। তাদের অধিকার আদায় করতে গেলে একাবদ্ধ লড়াই-আন্দোলন আরও তীব্র করতে হবে। সোমবার ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া ভবনের (সিইএসসিভবন) সামনে আয়োজিত বিদ্যুৎ শ্রমিকদের বিক্ষোভ সভায় এই আহ্বান জানান বিভিন্ন বিদ্যুৎ শ্রমিক ইউনিয়ন, মজদুর ঠিকা শ্রমিক ইউনিয়ন ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ।

এদিনের বিক্ষোভ সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সিআইটিইউ নেতা সুভাষিশ বাগচী। বিক্ষোভসভায় যে দাবিগুলি বিশেষ গুরুত্ব পায় সেগুলি হল, বিদ্যুৎ ঠিকা শ্রমিকদের দীর্ঘদিন পড়ো থাকা বেতন চুক্তির অবিলম্বে মীমাংসা করতে হবে, ১৫ বছরের বেশি কাজ ঠিকা শ্রমিকদের পিএফের আওতায় আনতে হবে। ঠিকা শ্রমিকদের একটি নির্দিষ্ট বেতন কাঠামোর মধ্যে আনতে হবে, অবিলম্বে বেতন চুক্তির বকেয়া টাকা দিতে হবে, সিইএসসি হোলি ডে হোমগুলির করণ অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে, যখন-তখন ২ পৃষ্ঠায় দেখুন



সোমবার ভিক্টোরিয়া হাউসের বাইরে সিইএসসি কর্মীদের একাবদ্ধ বিক্ষোভে বক্তব্য রাখছেন অরুণ চট্টোপাধ্যায়। ফটো : নিজস্ব





# আজকের দুনিয়া

# ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্রের এমন বিরোধ আগে দেখা যায়নি

পশ্চিম তীর, গাজা উপত্যকা ও পূর্ব জেরুজালেমে প্রায়ই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সম্প্রতি ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় বেশ কয়েকজন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। ইহুদি বসতি সম্প্রসারণসহ নানা ইস্যুতে সহিংসতার মধ্যে সম্প্রতি পবিত্র আল–আকসা মসজিদে ঢুকে পড়ে ইসরায়েলি বাহিনী। মধ্যপ্রাচ্যের দীর্ঘদিনের এই সমস্যা নিয়ে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার সাংবাদিক ইলিয়াছ ফ্রেডম্যানের সঙ্গে কথা বলেছেন খ্যতিমান মার্কিন শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিক নোয়াম চমস্কি। ৯ এপ্রিল আল–জাজিরার ওয়েবসাইটে এই সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে শান্তি ফেরানোর প্রক্রিয়া ও নিজের প্রত্যাশা নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন তিনি। প্রথম আলোর সৌজন্যে কালান্তরের পাঠকদের জন্য সাক্ষাৎকারের সংক্ষেপিত অংশ তুলে ধরা হলো।

**আল–জাজিরা :** সমাজে এখন আপনি কী কী ধরনের অপরাধ ঘটতে দেখছেন?

**নোয়াম চমস্কি :** আমাদের নেতাদের কথাই ধরুন। তাঁদের অন্যতম অপরাধ হচ্ছে, তাঁরা বিপর্যয়ের দিকে ছুটছেন। সম্প্রতি আমরা ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের ২০তম বার্ষিকী পালন করেছি। অথচ এটা শতাব্দীর সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ। সম্প্রতি মার্কিন নৌবাহিনী তাদের একটি যুদ্ধ নৌযানের নাম ইউএসএস ফাল্‌জাহ রেখেছে। মূলত ইরাকে নৃশংস হামলার স্মরণে নৌযানটির এই নাম রাখা হয়েছে। অথচ ফাল্‌জাহ ইরাকের একটি সুন্দর শহর ছিল। মার্কিন মেরিন সেনাদের হামলায় সুন্দর এই শহর ধ্বংস হয়ে গেছে। এখানে হাজারো মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। ব্যবহৃত অস্ত্রের ফসফরাস, ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়ামে (নিঃশেষিত হয়ে আসা তেজস্ক্রিয় পদার্থ) এখনো অনেক মানুষ মারা

যাচ্ছে।

ইরাকে আগ্রাসন চালানো যে একটি অপরাধ, শতাব্দীর সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ–এমন একটি বাক্যও আপনি গত ২০ বছরে মূলধারার কোথাও শুন্জে পাবেন না। সর্বোচ্চ সমালোচনার ক্ষেত্রে এটিকে ভুল বলা হয়ে থাকে। আবার এই আগ্রাসনকে নতুন রূপে উপস্থাপন করা হচ্ছে। উদারপন্থী বিশ্লেষকদের অনেকে একজন স্নেহরশাসকের হাত থেকে ইরাকি জনগণকে বাঁচানোর বার্থ প্রচেষ্টা হিসেবে একে উল্লেখ করেছেন।

সত্যটা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র যখন সাদ্দাম হোসেনকে সমর্থন জুগিয়ে আসছিল, তখন তিনি সবচেয়ে ভয়ংকর অপরাধ করছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে বিষ প্রয়োগে মানুষ খুন, হালাবজা গণহত্যা (ইরাকে কুর্দি জনগোষ্ঠীর ওপর গ্যাস প্রয়োগ), রাসায়নিক অস্ত্রের প্রয়োগ। এসব করে হাজার হাজার ইরাক ও ইরানের মানুষকে হত্যা করেছিলেন তিনি। তখন যুক্তরাষ্ট্র খুশি হয়েছিল, সমর্থন দিয়েছিল।

এখন নতুন করে ইতিহাস লেখা হচ্ছে। বলার চেষ্টা চলছে, আমরা সাদ্দামের হাত থেকে ইরাকিদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছি। তিনি (সাদ্দাম) ইরাকে গণহত্যা চালিয়েছেন। তাঁর নির্বিচার মানুষ হতাকে গণহত্যা বলে শীর্ষ কূটনীতিকেরা পদত্যাগ করেছিলেন। অথচ ইরাকিরা এর প্রতিবাদে জোরালো আওয়াজ তুলতে পারেনি।

এভাবেই বুদ্ধিজীবীরা রাষ্ট্রের পরিচালিত জঘন্য অপরাধকে আড়াল করেন। অথচ এতে আপনি প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠ শুনতে পাবেন না। আপনি ইউএসএস ফাল্‌জাহ সম্পর্কে জানতে চান? আপনি মার্কিন সংবাদমাধ্যমে তা পড়তে যাবেন না। প্রান্তিক মানুষের সমালোচনামূলক মাধ্যম বা লেখায় তা পাবেন। আমি নিজেও মার্কিন সংবাদমাধ্যম নয়, বরং আল–জাজিরা থেকে এটা জেনেছি।

**আল–জাজিরা :** ইসরায়েলে ১৯৯৬ সালে যখন বেনিয়ামিন নেতানিয়াছ ক্ষমতায় আসেন, তখন আপনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, নেতানিয়াহ্বর শাসনের ধরন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বেশি ইতিবাচক হবে। কেননা তিনি বেশ যুক্তরাষ্ট্রপন্থী। নেতানিয়াহ্বর শাসনকাল ফিরে দেখলে ওই ভবিষ্যদ্বাণী কি সঠিক মনে হয়?

**নোয়াম চমস্কি :** কমবেশি কয়েক বছর অনুমান সঠিকই ছিল। চলতি শতকের প্রথম দশকে ইসরায়েলের রাজনীতিতে বড় পরিবর্তন দেখা যায়। ওই সময় থেকে নেতানিয়াছ বেশি ডানপন্থায় ঝুঁকে পড়েন। তবে মার্কিন পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থকদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হবে, তা তিনি ভালোভাবে জানেন। আপনাকে মনে রাখতে হবে, ইসরায়েল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব বদলে গেছে।

এখন ইসরায়েলের প্রধান সমর্থক অতি ডানপন্থী ধর্মপ্রচারক গোষ্ঠী। গত ২০ থেকে ৩০ বছরে তারা ইসরায়েলের শক্তিশালী সমর্থক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। উদারপন্থী ও উদার গণতন্ত্রপন্থীরা ক্রমেই দূরে সরে গেছে। সর্বশেষ মার্কিন নির্বাচনের ফলাফলের দিকে দেখুন, ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে ইসরায়েলের তুলনায় ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানুভূতি বেশি। বিশেষত, তরুণ ও তরুণ ইহুদিদের মধ্যে।

নেতানিয়াছ যুক্তরাষ্ট্রের এই মনোভাব বুঝতে পারেন। তাই তো পারমাণবিক অস্ত্র ইস্যুতে ইরানের সঙ্গে ওঝামা প্রশাসনের চুক্তির বিষয়ে কংগ্রেসে দেওয়া বক্তব্যে নিন্দা জানানোর আগে নেতানিয়াছ তাঁর অতি ডানপন্থী ও ধর্মপ্রচারক মার্কিন সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছিলেন।

**আল–জাজিরা :** আপনি আগেই বলেছেন, মার্কিন সমর্থন থাকার কারণে ইসরায়েল বেআইনি কাজ করতে পারছে। তবে আমরা দেখছি, নেতানিয়াছ বারবার



বিশেষ সাক্ষাৎকারে নোয়াম চমস্কি

ডেমোক্র্যাটদের বিব্রত করেছেন। ২০১৫ সালের কংগ্রেসে দেওয়া ভাষণ, ২০১৮ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রকাশ্যে সমর্থন, সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে বাদানুবাদ এই প্রমাণ দেয়। এর কারণ কী? বিশ্বশক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের পিছিয়ে পড়ার কারণ সম্পর্কে নেতানিয়াছ কি এমন কিছু জানেন, যা আমরা জানি না? নাকি তিনি দ্বিদলীয় মার্কিন সমর্থন নিয়ে জুয়া খেলছেন?

**নোয়াম চমস্কি :** যুক্তরাষ্ট্র ক্রমেই বিভক্ত হচ্ছে। ইসরায়েলেরও একই অবস্থা... প্রথমবারের মতো ইসরায়েলি নেতারা প্রকাশ্যে মার্কিন নেতৃত্বের সঙ্গে বিরোধে জড়ালেন। বেজালেল মট্রিচ (ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক মন্ত্রী), কখনো কখনো নেতানিয়াছ নিজেও মার্কিন নেতৃত্বকে প্রকাশ্যে বলেছেন, আপনি যা চান, তা আমরা উৎস্কা করতে যাচ্ছি। এটা একদমই নতুন বিষয়।

ইসরায়েল কোনো বিষয়ে মার্কিন নীতি পছন্দ না–ও করতে পারে। তবে এটাও ঠিক, যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো চাওয়া পূরণ করে থাকে দেশটি। ট্রাম্পের আমল আলাদা।

ইসরায়েলের প্রতি অতি ভালোবাসা থেকে তিনি দেশটির জন্য যা খুশি করার চেষ্টা করেছিলেন। গোলান

উপত্যকা (সিরিয়া থেকে ইসরায়েলের দখল করা ভূখণ্ড) দখল, জেরুজালেম অধিগ্রহণকে স্বীকৃতি, বসতি স্থাপন নীতি এগিয়ে নেওয়া স্পষ্টতই আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। এসব মার্কিন নীতিরও প্রতিফলন। কিন্তু ইসরায়েলের নতুন সরকার, বিশেষত বেজালেল মট্রিচ, ইতামার বেন–জাভির মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বারবার যুক্তরাষ্ট্রকে বলছেন, বেরিয়ে যাও। নেতানিয়াছ কড়া ভাষায় বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, আমরা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। আমাদের যা প্রয়োজন, আমরা সেটাই করব। ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্রের এমন নজিরবিহীন বিরোধ আগে দেখা যায়নি।

দু–তিন বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য বেটি ম্যাককলাম ইসরায়েলকে দেওয়া সামরিক সহায়তা পুনর্বিবেচনা বিষয়ে আইন পাসের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেই উদ্যোগ বেশি দূর এগোয়নি। কয়েক দিন আগে বার্নি স্যান্ডার্স ইসরায়েলকে সহায়তা দেওয়া নিষিদ্ধ করে একটি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছেন। আমি মনে করি, এসব উদ্যোগ ভবিষ্যতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে। প্রভাব ফেলতে পারে জনমতোে।

**আল–জাজিরা :** ইসরায়েলকে কেবল ইহুদি সম্প্রদায়ের মানুষের রাষ্ট্র বিবেচনা

করায় আপনি দেশটির সুপ্রিম কোর্টের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। সেই সঙ্গে আপনি এমন কিছু উদাহরণ দিয়েছিলেন, যেখানে আদালত ইসরায়েলে থাকা ফিলিস্তিনিদের স্বার্থ সুরক্ষার কথাও বলেছিলেন। এ পরিস্থিতিতে আপনার মূল্যায়ন কী?

**নোয়াম চমস্কি :** ইসরায়েলের ইহুদি নাগরিকদের স্বার্থ সুরক্ষায় সুপ্রিম কোর্ট যুক্তিসংগতভাবে স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছেন। সেই তুলনায় ইসরায়েলের ফিলিস্তিনিদের ব্যাপারে ততটা নয়। আপনি যেটা উল্লেখ করলেন, সেটা কাতজির (বিতর্কিত এলাকায় ইহুদি বসতি) মামলা। মনে রাখতে হবে, মামলাটি ২০০০ সালের। ওই সময় প্রথম ইসরায়েলের সর্বোচ্চ আদালত সিদ্ধান্তে পৌঁছান, বসতি স্থাপনে ইসরায়েলে বসবাসরত ফিলিস্তিনিদের বাদ দেওয়া যাবে না। এ সিদ্ধান্ত নিতে এতটা বিলম্ব হওয়াটা দুঃখজনক।

তবে ইসরায়েল সরকার ফিলিস্তিনিদের ভূমি দখল করে বসতি গড়ে তুলছে–বিষয়টি দেশটির সর্বোচ্চ আদালত স্বীকার করেন না। এটিই বিশ্বের একমাত্র আইনি প্রতিষ্ঠান, যারা এই কর্মকাণ্ডকে নেআইনি মনে করে না। ইসরায়েলের সর্বোচ্চ আদালত নিয়মিতভাবে অবৈধ বসতি স্থাপন, অধিকৃত এলাকায় ফিলিস্তিনিদের ওপর বিধিনিষেধ, সহিংসতাকে অনুমোদন দিয়েছেন।

**আল–জাজিরা :** আপনি দীর্ঘদিন ধরে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের পক্ষে সরব। এ জন্য আন্তর্জাতিক একমতের কথাও বলেছেন। আপনি কি এখনো বিশ্বাস করেন, এটাই সবচেয়ে পছন্দসই সমাধান?

**নোয়াম চমস্কি :** এখানে দুটি বিকল্প নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এক, দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের পক্ষে আন্তর্জাতিক একমত। দুই, এক রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান। দ্বিতীয়টির পক্ষে অনেকেই ক্রমবর্ধমান সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছেন। তবে এই

বিতর্কে কিছু ভুল রয়েছে। এখানে তৃতীয় একটি বিকল্পকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যা ১৯৬৯ সাল থেকে ইসরায়েল পদ্ধতিগতভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এটা হলো–বৃহত্তর ইসরায়েল গঠন। বৃহত্তর ইসরায়েল গড়লেও সরকারের যুক্তি, ইহুদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখতে হবে। এই কৌশল বাস্তবায়নের উপায়, জর্ডান উপত্যকা দখলে নিয়ে স্থানীয়দের তাড়িয়ে সেখানে ইহুদি বসতি গড়ে তোলা। একইভাবে পশ্চিম তীরের মালে আদুমিমসহ নব্বইয়ের দশকে গড়ে ওঠা বিভিন্ন শহর দখলে নিয়ে ইহুদি বসতি সম্প্রসারণ করা। এসব শহরে বসবাসরত ফিলিস্তিনিরা ১৬০টির মতো ছোট আকারের ছিটমহলে আটকে রয়েছেন। মনে হচ্ছে, তাঁরা যেন উন্মুক্ত একটি কারাগারে আছেন।

ইসরায়েলের মধ্যে যা কিছু মূল্যবান, তা একীভূত করাই ইহুদি বসতি সম্প্রসারণের মূল্য উদ্দেশ্য। এ জন্য খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে তারা। আশপাশের গ্রামগুলোকে একে একে দখল করে এক ছাতার নিচে আনা হচ্ছে।

আপনি যদি দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল নিয়ে কথা বলতে চান, তবে কেবল এক রাষ্ট্র বা দুই রাষ্ট্র নিয়ে বললে হবে না। বাস্তবে যা ঘটছে (বৃহত্তর ইসরায়েল) তা নিয়ে কথা বলতে হবে। আমার ব্যক্তিগত মতামত হলো, স্থায়ী সমাধান পেতে হলে বৃহত্তর ইসরায়েল কিংবা দ্বিজাতিভিত্তিক যেকোনো কৌশলের পথে এগিয়ে যেতে হবে। তবে প্রায়ই দাবি করা হয়, এটা আদতে সম্ভব নয়। কিন্তু আমি মনে করি, যুক্তরাষ্ট্র বাস্তবিকভাবে চাপ দিলে এটা সম্ভব হতে পারে।

**আল–জাজিরা :** আপনি ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনে ভ্রমণ করেছেন। সেখান থেকে কোনো স্মৃতিচিহ্ন বা নিদর্শন সংগ্রহ করে এনেছিলেন?

**নোয়াম চমস্কি :** হ্যাঁ, আমার

কাছে একটা নিদর্শন আছে। প্রথম ইস্তিফাদার (ইসরায়েলি দখলদারত্বের বিরুদ্ধে ১৯৮৭ সালে প্রথম ফিলিস্তিনি আন্দোলন) সময় আমি কালানদিয়া শরণার্থীশিবির থেকে সেটা এনেছিলাম। ওই সময় সেখানে কারফিউ চলছিল। কিছু ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনি বন্ধুর সহযোগিতায় আমি ওই শিবিরে কাজ করেছিলাম। পরে ইসরায়েলি টহলদল আমাদের সেখান থেকে নিয়ে আসে। এর আগে আমরা শিবিরের চারপাশে হাঁটাচলা, বেড়ার ওপর দিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলতে পেরেছিলাম। সেখান থেকে আমি একটি কাঁদানে গ্যাসের শেল এনেছিলাম। এটা কোনো আনন্দদায়ক সময়ের স্মৃতিচিহ্ন বা নিদর্শন নয়।

**আল–জাজিরা :** এই স্মারক किसের প্রতিনিধিত্ব করে?

**নোয়াম চমস্কি :** এই স্মারক ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে দখল করে রাখা একটি অঞ্চলের মানুষের ওপর কঠোর এবং নৃশংস দমনপীড়নের প্রতিনিধিত্ব করে। সেখানে সহিংসতা ও দমনপীড়ন বাড়ছে। প্রায় প্রতিদিন সহিংসতা, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও দমনপীড়নের ঘটনা ঘটছে। আপনি হেবরনে যান, সেখানকার পরিস্থিতি দেখে নিশ্চিতভাবে মর্মাহত হবেন।

গাজার পরিস্থিতি আরও খারাপ। আমি সেখানে গিয়েছিলাম। ওই সময় ইসরায়েলি হামলা চলছিল। ২০ লাখের বেশি মানুষ সেখানে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে ছিল। সেখানে জল নেই, জ্বালানি নেই। ইসরায়েলি হামলায় প্ল্যানিটেশ্বশনবাবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে। এমনকি মৎস্যজীবীরা পর্যন্ত প্ল্যোমিশ্রিত নোংরা জলের বাহিরের জলসীমায় যেতে পারেন না। গেলে ইসরায়েলি গানবোট তাঁদের আটকে রাখে। আধুনিক সময়ে এটা জঘন্য একটি অপরাধ। গোলান উপত্যকা নিয়ে এখন আর কেউ কথাও বলে না। ইসরায়েলে এখন এসবই চলছে।

# ইউক্রেনকে রেখে রাশিয়াকে কেন বেছে নিয়েছে এতগুলো গণতান্ত্রিক দেশ

ইউক্রেন যুদ্ধের এক বছর পর রাশিয়ার বিরুদ্ধে বৈশ্বিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা মুখ থুবড়ে পড়েছে। অনেক দেশ বিকল্প নিরপেক্ষতার পথ নিয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে জানা যাচ্ছে, রাশিয়াকে নিন্দাকারী দেশের সংখ্যা কমছে। বতসোয়ানা তার ইউক্রেনপন্থী অবস্থান বদলে পরিস্কারভাবে রাশিয়ার সমর্থনে অবস্থান নিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে রাশিয়ার দিকে হেলে পড়েছে এবং রাশিয়াকে নিন্দা করার আগের অবস্থান থেকে সরে কলম্বিয়া নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছে। একই সময় বড়সংখ্যক দেশ ইউক্রেনকে সমর্থন দিতে অনীহা প্রকাশ করেছে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে আফ্রিকা মহাদেশের কথা বলা যায়। আফ্রিকান ইউনিয়ন মস্কোর প্রতি অতিসব্বর অস্ত্রবিরতির আহ্বান জানানো সত্ত্বেও মহাদেশটির বেশির ভাগ দেশ নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছে। এর কারণ হিসেবে অনেক পর্যবেক্ষকের যুক্তি

হলো ঠাণ্ডা যুদ্ধকালে আফ্রিকার দেশগুলোর বারম্যেঁষা সরকারগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থক ছিল, সে ঐতিহ্য তারা ধরে রেখেছে। অন্যদের যুক্তি হলো আফ্রিকার দেশগুলোর বর্তমানের অনীহা জন্ম হয়েছে পশ্চিমাদের হস্তক্ষেপের ইতিহাস থেকে। আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কখনো প্রকাশ্যে, আবার কখনো গোপনে হস্তক্ষেপ করেছে।

রাশিয়ার ওপর দোষ চাপানোর এ অনীহা শুধু আফ্রিকাতেই সীমাবদ্ধ নেই। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাতিন আমেরিকার বেশির ভাগ দেশ ইউক্রেন থেকে রাশিয়ার সেনা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রসংঘের একটি প্রস্তাবে সমর্থন জানায়। এখন পর্যন্ত লাতিন দেশগুলোর মধ্যে ব্রাজিল রাষ্ট্রসংঘের আনা ইউক্রেনের পক্ষের বেশ কিছু প্রস্তাব সমর্থন দিয়েছে। কিন্তু তারা সরাসরি রাশিয়াকে নিন্দা জানাননি।

রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে বলিভিয়া, কিউবা, এল সালভাদর ও

ভেনেজুয়েলা রাশিয়ার ওপর চাপানো পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার অবস্থান নিয়েছে। এ ছাড়া ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, চিলি ইউক্রেনে সামরিক সরঞ্জাম পাঠাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ইউক্রেনকে ট্যাংক দেওয়ার জার্মানির সিদ্ধান্তের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছে মেক্সিকো।

এশিয়াতেই এ বিভক্তির প্রমাণ রয়েছে। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া খোলাখুলিভাবেই রাশিয়াকে নিন্দা জানালেও দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো সন্মিলিতভাবে সেটা করেনি। রাশিয়ার সঙ্গে চিনের কৌশলগত সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও রাশিয়া–ইউক্রেন সংঘাতে একটি ভারসাম্যমূলক অবস্থান নিয়েছে দেশটি। চিন রাষ্ট্রসংঘে তার প্রভাব বাড়িয়ে চলেছে। রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা কাউন্সিলের সদস্য থাকাকালে ভারত এই সংঘাতে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থেকেছে।

**নিরপেক্ষতার রাজনীতি :** এ ধরনের সাবধানী ও নিরপেক্ষ অবস্থান ঠাণ্ডা যুদ্ধকালে যে

ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্টের জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার প্রভাবেই তৈরি হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের নিজস্ব উপায়ে পরাশক্তির সেই সংঘাতের সঙ্গে লড়াই করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমাদের প্রভাববলয়ের বাইরে উন্নয়নশীল দেশগুলো পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত। ইউরোপীয় ইউনিয়নে

নিষেধাজ্ঞাবিষয়ক সমীক্ষা বলছে, রাশিয়াকে দেওয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞায় দুটি কারণে অনেক দেশ সমর্থন করেনি। এক) পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে দেশগুলোর স্বাধীন অবস্থান বজায় রাখার আকাঙ্ক্ষা। দুই) প্রতিবেশী দেশের শত্রু না হতে চাওয়া। জোটনিরপেক্ষতার অবস্থান দেশগুলোকে পশ্চিম ও রাশিয়ার মধ্যকার বাড়তে থাকা ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা এড়িয়ে চলার দিশা দেখাচ্ছে। এ কারণেই হয়তো, অনেক গণতান্ত্রিক দেশ নিরপেক্ষতা বজায় রাখার অবস্থান গ্রহণ করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার

প্রেসিডেন্ট সিরিল রামফোসা দুই পক্ষের সঙ্গেই কথা বলার যে আহ্বান জানিয়েছেন, সেখানে নিরপেক্ষতার এ নীতিই স্পষ্ট হয়েছে।

যাহোক, দেশগুলো যখন রাশিয়াকে নিন্দা জানানোর বিপক্ষে অবস্থায় নেয়, তার পেছনে সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ রয়েছে।

**ব্রাজিল :** রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর একেবারে গোড়া থেকে ব্রাজিল বাস্তবমুখী কিন্তু দ্বিমুখী অবস্থান বজায় রেখে চলেছে। কৃষি ও জ্বালানি খাতের কথা মাথায় রেখেই ব্রাজিল এ অবস্থান নিয়েছে। ব্রাজিল বিশ্বের অন্যতম প্রধান কৃষিপণ্য উপাদক ও রপ্তানিকারক দেশ। সে কারণেই তাদের প্রচুর সার প্রয়োজন হয়। ২০২১ সালে ব্রাজিল রাশিয়া থেকে ৫৫৮ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করে এর মধ্যে সারই ছিল ৬৪ শতাংশ। ব্রাজিল যে পরিমাণ সার আমদানি করে, তার ২৩ ভাগ আসে রাশিয়া থেকে। ২০২৩

সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়ার গ্যাস কোম্পানি গাজপ্রম ব্রাজিলের জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের ঘোষণা দেয়। দুই দেশের জ্বালানি খাতে সম্পর্ক বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত এটি। এর ফলে ব্রাজিলে তেল–গ্যাস উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে রাশিয়ার প্রভাব বাবে। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পর্যন্ত এ সহযোগিতা সম্প্রসারিত হতে পারে। এ সহযোগিতা থেকে ব্রাজিলের তেল খাত অনেক বেশি লাভবান হতে পারে। ব্রাজিল আশা করছে, তারা বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ তেল রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হবে। এ বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত রাশিয়া থেকে ব্রাজিলে ডিজেলের রপ্তানি নতুন রেকর্ড স্পর্শ করেছে। রাশিয়ার তেলের ওপর ইউরোপীয় ইউনিয়ন যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, পরিমাণটা তার সমান। ডিজেলের এই বিশাল প্রাপ্তিতে ব্রাজিলের কৃষি খাত লাভবান হয়েছে।

**ভারত :** পর্যবেক্ষকেরা বলছেন, ঠাণ্ডা যুদ্ধপরবর্তী বিশ্বে রাশিয়া ও ভারত একই ধরনের

কৌশলগত ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে চলেছে। দুই হাজারের দশকের প্রথম দিকে ভারত–রাশিয়ার মধ্যে কৌশলগত সম্পর্ক স্থাপনের সময় রাশিয়ার উদ্দেশ্য ছিল একটি বহুমেরুর বিশ্বব্যবস্থা তৈরি করা করা। ভারতের পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচিতে সমর্থন দিয়েছে রাশিয়া। রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা কাউন্সিলে ভারত যাতে স্থায়ী সদস্য হতে পারে, সেই চেষ্টাও করেছে রাশিয়া। ভারতের অস্ত্রবাণিজ্যে প্রধান সহযোগী রাশিয়া। ১৯৯২ থেকে ২০২১ সাল ভারতের মোট আমদানি করা অস্ত্রের ৬৫ শতাংশ এসেছে রাশিয়া থেকে। যুদ্ধ শুরুর পর ভারত ছাড়কৃত মূল্যে রাশিয়া থেকে তেল কিনছে। ২০২১ সালে রাশিয়া থেকে গড়ে যেখানে ৫০ হাজার ব্যারেল তেল কিনত, ২০২২ সালের জুন থেকে তা বোে ১০ লাখ ব্যারেল হয়েছে।

**দক্ষিণ আফ্রিকা :** ইউক্রেন

যুদ্ধের বর্ষপূর্তির ঠিক আগে, দক্ষিণ আফ্রিকা রাশিয়া ও চিনের সঙ্গে যৌথ নৌ মহড়ায় অংশ

নেয়। এ মহড়া থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার দুই ধরনের প্রাপ্তি রয়েছে। নৌবাহিনীর সক্ষমতা বাড়ানোর মধ্য দিয়ে নিরাপত্তা অর্জন এবং নৌবাহিনীতে অর্থায়ন। আরও বৃহৎ পরিসর থেকে বলা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকার নিরপেক্ষ অবস্থানের পেছনে বাণিজ্য স্বার্থ রয়েছে। আফ্রিকা মহাদেশে সবচেয়ে বেশি অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ রাশিয়া। মহাদেশটিতে পারমাণবিক বিদ্যুতেরও সরবরাহ করে রাশিয়া। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মহাদেশটির ৩০ শতাংশ খাদ্যশস্যের জোগান আছে রাশিয়া থেকে। আফ্রিকার চারটি দেশে রাশিয়ার মোট রপ্তানির ৭০ শতাংশ কেন্দ্রীভূত, এর মধ্যে অন্যতম দক্ষিণ আফ্রিকা।

ইউক্রেন যুদ্ধ দেখিয়ে দিল, অন্য গণতান্ত্রিক দেশ বিপদে পড়ার পরও জোটনিরপেক্ষ অবস্থান এখনো জনপ্রিয় বিকল্প। ভারতের মতো দেশগুলোর রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।



## কালান্তর

## সম্পাদকীয়

৫৬ বর্ষ ১৯৪ সংখ্যা □ ১১ বৈশাখ ১৪৩০ □ মঙ্গলবার

## মৌন থাকাই কি শ্রেয়!

এপ্রিলের শেষ পেরিয়েই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০১তম মনের কথা। তিনি বহু কথাই বলছেন, কিন্তু সব বিষয়ে কি নিজের মনের কথা বলেছেন? না তিনি একেবারেই মৌন থাকছেন সেই সব বিষয়ে যেখানে সরকারের সমালোচনা হচ্ছে, জবাব কিন্তু সরকারকেই দিতে হয়, এটাই গণতন্ত্রের দস্তুর। শুধু রেডিওতেই নয়, সংসদকেও তিনি এড়িয়ে চলেছেন। তিনি নীরব আদনি কাণ্ডে, লাদাখে চিনের ভারতীয় জমি দখল নিয়ে। এবারের বাজেট অধিবেশনটি কার্যত জলেই গেল। অভিযোগ এটা ইচ্ছাকৃত ভাবেই করা হয়েছে এবং সংখ্যার নিরিখে সেদিনের কৌশলই জয়লাভ করল। যাতে আদানি কাণ্ডে জেপিসি গঠনের দাবিকে নস্যৎ করা যায়। মনে রাখতে হবে এই বিজেপি দলই যখন ২০১০ সালে বিরোধী শিবিরে তখন ২জি কলেঙ্কারির তদন্ততে জেপিসি গঠনের দাবিতে সংসদ অচল হয়ে গিয়েছিল। তাই প্রশ্ন উঠছে বিজেপি কি আদৌ গণতান্ত্রিক পথে হাঁটতে চাইছে?

প্রশ্ন উঠছে মোদিজির সত্য ভাষণ নিয়ে। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রান্তন রাজাপাল সত্যপাল মালিকের কথায়। ২০১৯ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ঘোর দায়িত্ব-স্থলনের বিষয়টি গোপন করার নির্দেশ স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী দিয়েছিলেন। এই পুলওয়ামা কাণ্ডকে কেন্দ্র করে যে দেশপ্রেমের উত্তেজনা ছড়ানো হয়েছিল বিরোধীদের বিরুদ্ধে। অথচ এই বিষয়েও মৌন থাকাই শ্রেয় বলে মনে করছেন মোদিজি। সত্যপাল মালিক যে যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন—তার বিরুদ্ধে সরকার কি কোনও তথ্য দিতে পারে না? এখানেও মৌনতা? তাই কি বলা যায় যে—সত্যটা এমনি যা উদঘাটন করার সাহস মোদিজির নেই! এতেও যদি জনমানসে কোনও আলোড়ন না আসে তবে তা ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে এক মহা বিপদ, তাই মোদিজি মৌনই থাকেন।

নীরবতার আরও উদাহরণ রয়েছে—দেখা যাচ্ছে জনসংখ্যার নিরিখে বিশ্বের এক নম্বর দেশ হিসেবে ভারতের অবস্থান। চিনের জনসংখ্যা ভারতের চাইতে ২৯ লাখ কম, রাষ্ট্রপুঞ্জের হিসেবে এই তথ্য উঠে আসছে। যদিও পার্লামেন্টে মোদিজি বলেছেন ১৪০ কোটি মানুষ তার সঙ্গে রয়েছেন। অর্থাৎ তিনি জানতেন, এই ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রশ্ন তিনি এই জনসম্পদ নিয়ে কি ভাবনা ভাবছেন, তার মনের কথা কি? এই জনসংখ্যার তথ্য প্রকাশ করে ইউ এন এফ পি এ বলেছে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের বৃদ্ধির হারকে ত্বরান্বিত করবে। এক্ষেত্রে অবশ্য মনে রাখতে হবে আর্থিক বৃদ্ধি নির্ভর করে মানব সম্পদের দক্ষতার উপর, আর এ বিষয়ে চিন কিন্তু অনেক এগিয়ে। ভারতে কিন্তু তা ঘটছে না। এখানে কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা বাড়ছে। দেশের জাতীয় আয়ের ২০ শতাংশ আসে কৃষি থেকে, আর দেশের কর্মরত মানুষের ৪৫ শতাংশই নিযুক্ত কৃষিতে, ভারতে ১৫-২৪ বছর বয়সী জনসংখ্যা প্রায় ২৬ কোটি, এরাই সম্পদ হতে পারে উপযুক্ত শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে। অথচ এই শিক্ষা খাতেই মোদিজি কম বিনিয়োগ করছেন। এই বিষয়েও কিন্তু সরকার উন্টোপথেই হাঁটছে, মৌন থাকছে গৌণ থাকছে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার বিষয়টি।

তিনি যে বিষয়ে সরব তা হল ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে। এখানে তিনি বলছেন গ্রামীণ অর্থনীতিতে উন্নয়নের জোয়ার আসায় এই প্রকল্পে কাজের চাহিদা কমে এসেছে। অদ্ভুত বৈপরীতা। দেশে বেকারত্ব বেড়েই চলেছে, গ্রামীণ বেকারত্বের পরিমাণ বেশি। অর্থাৎ যে প্রকল্পটি আয় বৈষম্য মোটাতে উপযোগী সেই প্রকল্পটিকে নস্যৎ করে দিতে তিনিও তার সাঙ্গপাদরা সরব। অদ্ভুত দশা ভারতীয় গণতন্ত্রের। মৌনতা দিয়ে সব কিছুকে উপেক্ষা কর!

## ভারতে জনগণনা বন্ধের অন্তরালে

অমিতাভ ভট্টাশালী

বিবিসি নিউজ বাংলা, কলকাতা

ভারতে প্রতি দশ বছর অন্তর জনগণনা হয়ে আসছে ১৪০ বছর ধরে। কিন্তু ২০১১-র পরে ২০২১ সালে সেই জনগণনা আর হয়নি। করোনা সংক্রমণের কারণ দেখিয়ে জনগণনা পিছিয়ে দেওয়া হয় যদিও নির্বাচন থেকে শুরু করে বড় বড় জমায়েত সবই হচ্ছে। এখন বলা হচ্ছে ২০২৪ সালে জনগণনা হতে পারে।

রাষ্ট্রসংঘের অধীন ইউএনএফপিএ আভাস দিচ্ছে এ বছর জুন মাস নাগাদ ভারতের জনসংখ্যা হবে ১৪২ কোটিরও বেশি, যা চিনের জনসংখ্যার থেকে ২৯ লক্ষ বেশি। তবে জনগণনা না হওয়ার কারণে এই সংখ্যা নিয়ে কিছু বিব্রাতি আছে। আর সেই গরমিলের কথা স্বীকার করেছে রাষ্ট্রসংঘও।

বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রসংঘের পপুলেশন এস্টিমেটস অ্যান্ড প্রোজেকশানের প্রধান প্যাট্রিক গেরল্যান্ড বলছেন, ভারতের বাস্তব জনসংখ্যা কিছু বিচ্ছিন্ন তথ্যের ওপরে ভিত্তি করে একটা অনুমান মাত্র।

প্রকৃত, সরকারি তথ্য তো ভারত থেকে পাওয়া যায়নি, মন্তব্য মি. গেরল্যান্ডের।

১৪০ বছরে প্রথমবার জনগণনা স্থগিত : ভারতে প্রথমবার জনগণনা হয়েছিল ১৮৮১ সালে। তারপর থেকে প্রতি দশ বছরে একবার করে জনগণনা করা হয়। প্রথম আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতা, পাকিস্তান আর চিনের সঙ্গে দুবার যুদ্ধ — কোনও সময়েই জনগণনা বন্ধ করা হয়নি। ২০১৯ সালে জনগণনার প্রাথমিক কাজ শুরুও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ২০২০ সালের গোড়ায় করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার পরে গেজেট বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তা স্থগিত করা হয়।

জনগণনার তথ্যে যে শুধু জনসংখ্যা থাকে তা নয়। দেশের প্রতিটা বাড়িতে গিয়ে সংগ্রহ করা তথ্য থেকে তাদের আয়, শিক্ষা, সাক্ষরতা, সম্পত্তি, স্বাস্থ্য – সবকিছুর তথ্য থাকে। সেই তথ্যের ওপরে ভিত্তি করেই কোথায় কত স্কুল বা হাসপাতাল দরকার, বাজেটে কোন খাতে কত অর্থের সংস্থান রাখা দরকার সেসব যেমন নির্ধারিত হয়, তেমনই জনগণনার তথ্যের ওপরে ভিত্তি করেই নির্ধারিত হয় সংসদীয় আসনের সীমানাও।



বিহারে ইতিমধ্যেই জাত গণনা শুরু হয়ে গেছে।

ফটো : সংগৃহীত

তবে জনসংখ্যার একটা প্রোজেকশান সরকার থেকে প্রকাশ করা হয়েছে, যার ভিত্তিতেই সব পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে ভারতে। বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করেন যে জনগণনা তথ্যের ওপরে ভিত্তি করেই সরকার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলো গ্রহণ করে, তাতে অর্থের সংস্থান করে। কিন্তু নিখুঁত সরকারি তথ্য না থাকায় সেই সব পরিকল্পনাতে ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

অর্থনীতিবিদদের কথায়, আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জনগণনা না হওয়া একটা সমস্যা তো বটেই। কিন্তু সরকার একটা উপায় বার করেছে, জনসংখ্যার একটা প্রোজেকশান করা হয়েছে। সব সরকারি কাজ এখন সেটার ওপরে ভিত্তি করেই চলছে। কিন্তু জনগণনায় যত বিস্তারিত তথ্য থাকে দেশের মানুষের সম্বন্ধে, তা তো আর ওই প্রোজেকশানে নেই। সেখানে শুধু নারী পুরুষ আর মোট জনসংখ্যার তথ্য দেওয়া আছে।

বিস্তারিত জনগণনার তথ্যে যেমন তপশীলি জাতি, উপজাতি, অন্যান্য পিছিয়ে থাকা শ্রেণী ইত্যাদির নির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায়, এই প্রোজেকশানে সেসব নেই,।

আবার জনগণনার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কিছুটা ভিন্নমতও আছে। অর্থনৈতিক বিষয়ের বিশেষক প্রতীমরঞ্জন বসুর কথায়, জনগণনার দরকার আছে ঠিকই, বিশেষ করে আর্থসামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য, কিন্তু সরকারের হাতে যে তথ্য নেই, তা নয়। ডিজিটাল যুগে এখন নানা ভাবে সরকার তথ্য সংগ্রহ করে নেয়।

উদাহরণ হিসাবে যদি আমরা একশ দিনের কাজে প্রকল্প নারেরাণের কথা ধরি, সেখানে

নিয়ম করা হয়েছে, যিনিই কাজ করবেন, তাকে প্রতিদিন দুবার করে মোবাইলের ক্যামেরা দিয়ে হাজিরা দিতে হবে যে তিনি সত্যিই কাজ করছেন। সেটা জিওট্যাগ করা থাকছে। অর্থাৎ প্রতিদিন কত মানুষ সারা দেশে ওই প্রকল্পে কাজ করছেন, সেটা তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে পাওয়া যাচ্ছে, যা থেকে দরিদ্র মানুষের সংখ্যার প্রায় সঠিক আন্দাজ আমরা পেয়ে যাচ্ছি।

তিনি আরও বলছিলেন যে ডিজিটাল বা নানা মাধ্যমে পাওয়া তথ্য জনগণনার সময়ে একাধিকবার মিলিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে, যেটা তথ্যভাণ্ডারকে আরও নিখুঁত করে তুলতে পারে।

এনআরসি-এনপিআর নিয়ে বিরোধিতাও জনগণনা বন্ধের কারণ : জনগণনার প্রস্তুতি পরেই সরকার জানিয়েছিল যে জনগণনার সঙ্গেই জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার বা এনপিআর হালনাগাদের কাজও হবে। সেই সময়ে এনআরসি নিয়ে প্রবল বিরোধিতা চলছিল দেশজুড়ে। জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার যে এনআরসি তৈরির প্রথম ধাপ হতে চলেছে, সেটা বলেছিলেন আন্দোলনকারীরা। পশ্চিমবঙ্গ আর কেরালার সরকার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এনপিআর তৈরির কাজ বন্ধ করে দেয়। কেন্দ্রীয় সরকার সেই সময়ে প্রবল চাপে ছিল আসামের এনআরসি নিয়ে। ওই রাজ্যে তাদের সরকারও পূর্ণাঙ্গ এনআরসি রিপোর্ট গ্রহণ করে নি। তাই কেন্দ্র মনে করেছিল জনগণনার সময়ে এনপিআরের কাজ করতে গেলে পুরো জনগণনার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধেই বিক্ষোভ শুরু হয়ে যাবে। জনগণনা পিছিয়ে দেওয়ার এটাও একটা বড় কারণ।

দাবি উঠছে জাতিগত

জনগণনারও : বিরোধী দলগুলি এবং কয়েকটি আঞ্চলিক দল আবার দাবি তুলেছিল জাতিগত জনগণনাও করা হোক মূল জনগণনার সময়েই, যাতে বোঝা যায় তপশীলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য পিছিয়ে থাকা শ্রেণির মানুষের সঠিক খবর। বিহার সরকার জাতিগত জনগণনার কাজ শুরুও করে দিয়েছে। ওদিকে কর্ণাটক রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে সরাসরিই জাতিগত জনগণনার দাবি তুলেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। কংগ্রেস সরকারে থাকার সময়ে যে জাতিগত জনগণনা হয়েছিল ২০১১ সালে, সেই তথ্য এখনও প্রকাশ করা হয়নি। বিরোধী দলগুলি সেই তথ্যও সামনে আনার দাবি তুলেছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রায় ২০২১ সালে লোকসভায় এক বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে সরকার শুধুমাত্র তপশীলি জাতি এবং উপজাতির গণনাই করবে। এখনই অন্যান্য জাতির মানুষের গণনা করা হবে না।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, তপশীলি জাতি উপজাতির মাথা গোনা হলেও অন্যান্য পিছিয়ে থাকা শ্রেণির গণনা এখনও হয় না। জাতিগত জনগণনা হলে এই অন্যান্য পিছিয়ে থাকা শ্রেণির মানুষের সংখ্যাও বেরিয়ে আসবে। তাহলে বর্ণ হিন্দুদের সংখ্যাও স্পষ্ট হয়ে যাবে। মুসলমানদের একটা বড় অংশও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণি তালিকাভুক্ত হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গের মতো অনেক রাজ্যে। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রকৃত সংখ্যা বেরিয়ে এলেই বোঝা যাবে যে তারা সংখ্যালঘু হয়েও কীভাবে ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোতে রয়েছে – সরকারি, বেসরকারি উচ্চস্তরের পদগুলোতে তারাি থাকে, এটাও বোঝা যাবে।

## মরণ রে

সুদীপ বসু

মৃত্যুর বড়ই অহংকার। জীবনকে সে ছোঁ মেরে তুলে নিতে পারে। ধূর্ত ঈগলের মতন সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। প্রতিভার পরোয়া করেনা। আবেগের ধার ধারে না। জীবনের আনন্দটাকেও পান্ডা দেয়না সে। এমন নিষ্ঠুর এবং নির্মম মৃত্যু সম্পর্কে যে কবি বলেছিলেন, মরণরে, শ্যাম তটহারই নাম..., তাঁর নৌকার মান্ডল যখন ব্রিজের নিচে আটকে গিয়েছিল, শ্রোতে টলমল করে উঠেছিল নৌকা, জীবন তখন যায় যায়, তখনও কি তিনি “মোর শ্যাম আসিয়াছে বলে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন? নাকি মরণ কে শ্যাম সমান বলাটা নেহাতই ভানু সিংহের কাব্যিক দৃষ্টিকোণ? বাস্তবের রবীন্দ্রনাথ বেঁচে ফিরে স্ত্রী মৃণালিনীকে চিঠি লিখছেন, ভাগ্যি সেই নৌকো এবং ডাক্তার অনেক লোক উপস্থিত ছিল, তাই উদ্ধার পেলাম, নইলে আমার বাঁচার কোনো উপায় ছিল না।”

অর্থাৎ বাস্তবে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের একবারও মরণকে শ্যাম মনে হয়নি। আমাদের সৌভাগ্য, কবির জীবন দীর্ঘায়ত হয়েছিল। এই সৌভাগ্য ক’জনেরই বা হয়। শেলি, কিটস, বায়রনের কলম কিম্বা এলভিস প্রেসলি’র কণ্ঠ, চে গেভারা’র স্বপ্ন কিম্বা রামানুজমের অঙ্ক, সবকিছুই অকালেই থেমে গিয়েছিল। এই তালিকায় চে গেভারাকে রাখা ভুল হল। চে-কে হত্যা করা হয়েছিলো। সাম্রাজবাদী’র ঘাতকের দিকে চোখ তুলে নিষ্পৃহ দৃষ্টিতে মৃত্যুর আগের মুহূর্তে চে বলেছিলেন, নাও, গুলি করো, তুমি কেবল একজন মানুষকে মারতে পারবে। তার মতাদর্শকে নয়। কিছু জীবনের শক্তি এমনই, মরণ তাকে গলাধঃকরণ করেও হজম করতে পারেনা। ইঁদুরটাকে খেয়ে ঈগল বুঝে যায়, ইঁদুরের সাইজ ঈগলের চেয়েও বড়। মাত্র ৩৯ বছর, ৫ মাস ২৫ দিনের শরীরটা যখন বেলুডে গঙ্গার তীরে পুড়ছিল, ওটা শুধুই একটা শরীরই ছিলো। ততক্ষণে অমরত্বের সন্ধান পেয়েছেন তিনি। মরণ তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে ভাবে, এই মহাজীবনকে স্পর্শ করার মতন ক্ষমতা তো তার নেই। জীবনী শক্তিতে যাঁর এতো আনন্দ, তিনিই তো বিবেকানন্দ। মহান মৃত্যুর কাছে ‘সিকান্দার-ই-আজম’ আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের শক্তির চেয়েও বেশি। অকালে লুটিয়ে পড়ে, সেই মৃত্যুও কোথাও জীবনীশক্তি’র কাছে তুচ্ছ পুতুল হয়ে পড়ে। তবে সেসব ব্যতিক্রমী ঘটনা। তবে, নিষ্ঠুর মরণ কারো কাছে মুক্তিদূতের মতনও হাজির হয়। হাত বায়ি়ে বলে, আয় আয় আয়.....। পরিসংখ্যান বলছে, পৃথিবীতে প্রতি বছর ৮ লক্ষ মানুষ স্বেচ্ছায় সেই হাত ধরে। বেঁচে থাকার ধকল নিতে না পেলে আমার দেশেরই এক লক্ষ পর্যটন হাজার মানুষ প্রতিবছর আত্মহত্যার পথে পা বাড়ায়। এসব আদৌ খবর হয় না। কারণ খোঁজা হয়না অবসাদের। চলমান দুনিয়া কবে কার মনখারাপের পান্ডা দিয়েছে। জীবন যাদের আষ্টেপৃষ্ঠে পাকড়ে ধরে, মরণ এসে তাদের মুক্তি দেয়। মেরিলিন মনরো’র মতন স্বপ্ন সুন্দরীর জীবনও যে ভেতরে ভেতরে দুমড়েমুচড়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে, কেউ কি জানতে পেরেছিলো? দুনিয়াকে অবাক করে এই মানুষটিও একদিন আত্মহননের পথ বেছেনিলেন। একদিন সুন্দর সকালে লস এঞ্জেলসে তাঁর বিলাসবহুল রাজপ্রাসাদের দরজা খুলে দেখা গেল, অসহায় শরীরটা লুটিয়ে পড়ে আছে। পড়ে রইলো যশ, খ্যাতি, অর্থ, সম্পদ ইত্যাদি, ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। মাত্র ৩৬ বছরেই স্বেচ্ছায় চিরবিদায় নিলেন মেরিলিন মনরো। নেপথ্যে কে যেন গান গেয়ে ওঠে, দ্যাখো রাজা, কাঁদে রাজা, আহা রাজা, বেচারা রাজা

ভারি দুখ! গুপ্তি গেয়ে ওঠেন, দুঃখ কিসে হয়? বেসুরো বাঘা পাশ থেকে ফুট কাটেন, কিসে হয় বলতো? গুপ্তি উত্তর দেন....অভাগার অভাবে জেনো শুধু নয়। তারপরের কথাগুলো?

যার ভাঙারে রাশি রাশি সোনা দানা ঠাসা ঠাসি জেনো সেও সুখী নয়। ‘জুতুগ্হ’র শতদল আর সুপ্রিয়’র মনের অবস্থাটাই কি সুখ আর অ-সুখের ফারাক করে দেয়? সুখের চেয়ে অ-সুখের গভীরতা যে অনেক গুণ বেশি। থাই পাওয়া যায় না। আর তাই মৃত্যু মাত্র কয়েকজনের কাছে হেরে গেলেও আজও সে বড়ই অহংকারী। নিজের ‘জীবনীশক্তি’তেই জীবনের চেয়েও মরণ বড় প্রাসঙ্গিক।

নাকি, জীবন আর মরণ মিলিয়েই আসলে এই মহাজীবন! তাহলে তো শেষপর্যন্ত সেই কবির কাছেই ফিরতে হয়। যিনি বলছেন,...রাত্রি দিনকে ধাত্রীর মতো অঞ্চলের আবরণের মধ্যে পালন করে। রাত্রিতে অন্ধকারের কালো কাঁকটা যদি না থাকত, তাহলে নক্ষত্রলোকের জ্যোতির্ময় ব্যাঞ্জন পোতুম কেমন করে? সেই নক্ষত্র আমাদের বলছে, ‘তোমার পৃথিবী তো একফোঁটা মাটি, দিনের বেলায় তাকেই তোমার সর্বস্ব জেনে আঁকড়ে পড়ে আছে। অন্ধকারে আমাদের দিকে চেয়ে দেখ, আমরাও তোমার। আমাদের নিয়ে আর তোমাকে নিয়ে এক হয়ে আছে এই বিশ্ব, এইটেই সত্য।’ অন্ধকারের মধ্যে নিখিল বিশ্বের ব্যাঞ্জন যেমন, মৃত্যুর মধ্যেও পরম প্রাণের ব্যাঞ্জন তেমনি। রবীন্দ্রনাথই এভাবে জীবন আর মরণ কে একই পাঠে রেখে দিয়ে গেলেন।

জীবন মরণের টানাপোড়েনের বাজিটাও হয়তো তিনিই জিতে গেলেন।

## শত থিক্কারেও এই লজ্জা যাবে না

প্রসূন আচার্য

মৃতদেহও সম্মান দাবি মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দিয়ে করে। এটাই মানব চারিদিকে প্রচার করা হয়, সমাজের অলিখিত নিয়ম। এগিয়ে বাংলা! সেই বাংলা এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে এমন করুণ চিত্র অতীতে শত্রুপক্ষের হাতে নিহত কোনও দিন দেখেনি। ঝিক। সৈনিককেও সম্মান দেওয়াই শত থিক্কারে বলতে ইচ্ছে নীতি। সেখানে উত্তর করছে, এ ঘটনা এই দিনাজপুরে আদিবাসী বাহিনীর জননীর জঠরের নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধারের লজ্জা। উত্তরপ্রদেশ, পরে যে ভাবে ঝুলিয়ে কাশ্মীর, ওড়িশা বা টানতে টানতে পুলিশকে মধ্যপ্রদেশে এই ঘটনা ঘটলে নিয়ে যেতে দেখা গেল তা কত খর্বাকৃতি কবি, দাড়ি বাংলার লজ্জা। বাঙালির কবি, নন্দীগ্রাম নিয়ে কবিতা লজ্জা। আমার। আপনার লেখা গোঁসাই কবি সহ সবার লজ্জা। মাথা হেঁট হয়ে তামাম স্তাবক কূল, লেখক, যাচ্ছে। চিত্রকর সহ সিনেমার যে বাংলার মহিলা কুশীলবরা রাস্তায় নেমে

যেতেন! কিন্তু আজ তাঁরা অভিযোগ, এই বিবেক বিসর্জন দিয়ে নাবালিকাকে ধর্ষনের পরে

এই নাবালিকাকে ধর্ষনের পরে খুন করা হয়েছে। যদিও পুলিশ সুপার অন্য কথা বলছেন। মেয়েটির মৃতদেহের পাশে নাকি কীটনাশকের কৌটো পাওয়া গিয়েছে। এই রাজ্যের পুলিশ অধিকাংশ সময়ে মিথ্যে কথা বলে। সরকারের হয়ে দালালি করে, যতক্ষণ না ওপর থেকে ফোন আসে। এটাই দস্তুর। গত ৪০ বছর ধরে পুলিশের স্বভাব বদলায়নি। তাই নাবালিকার মৃত্যুর ব্যাপারে সত্যি কোনও দিন জানা যাবে কিনা জানি না।

নবান্নের উচ্ছিষ্ট খেতে বাস্ত। খুন করা হয়েছে। যদিও পুলিশ সুপার অন্য কথা

বলছেন। মেয়েটির মৃতদেহের পাশে নাকি কীটনাশকের কৌটো পাওয়া গিয়েছে। এই রাজ্যের পুলিশ অধিকাংশ সময়ে মিথ্যে কথা বলে। সরকারের হয়ে দালালি করে। সাধারণ মানুষকে হয়রানি করে, যতক্ষণ না ওপর থেকে ফোন আসে। এটাই দস্তুর। গত ৪০ বছর ধরে পুলিশের স্বভাব বদলায়নি। তাই নাবালিকার মৃত্যুর ব্যাপারে সত্যি কোনও দিন জানা যাবে কিনা জানি না। স্মরণ করিয়ে দিলাম, ৮ বছর আগে তৃণমূল জমানায় প্রায়

একই ঘটনা ঘটেছিল মধ্যমগ্রামের বিহারি ট্যাক্সি চালক পিতার ধর্ষিতা কন্যার ক্ষেত্রেও। মৃত্যু হয়েছিল সেই অভাগীরও। উত্তর দিনাজপুরের এই ঘটনা প্রমাণ করে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী যে বাহিনীর মাথায় বসে আছেন, সেই বাহিনীর একাংশ কতটা অমানবিক! আর মেইন স্ট্রিম মিডিয়ার একটাই কাজ। বার বার পিসি বা ভাইপোর মানবিক মুখ নিয়ে খবর করা!

(প্রতিবেদকের ফেসবুক পোস্ট থেকে)

# এবার নীতীশ কথা বলবেন এন ডি এ ছেড়ে যাওয়া বিজেপি সঙ্গীদের সঙ্গেও

পাটনা, ২৪ এপ্রিল : মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, জেডিইউ সভাপতি রাজীব রঞ্জন ওরফে ললন সিং এবং উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব লখনউতে সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবের সঙ্গে বৈঠক করেন। সোমবার তাঁরা কলকাতায় আসেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক ঘিরে রাজনৈতিকমহলে তীব্র কৌতূহল তৈরি হয়েছে। চর্চা চলছে অখিলেশ ও মমতার সঙ্গে বৈঠকের পরিণতি নিয়েও। দুই নেতারই কংগ্রেসের হাত ধরা নিয়ে আপত্তি আছে। যদিও সদ্য সমাপ্ত সংসদ অধিবেশনে কংগ্রেসের সঙ্গ যৌথ প্রতিবাদে দুই পার্টিই शामिल হয়েছে। রাহুল গান্ধির লোকসভার সদস্যপদ বাতিলের সিদ্ধান্তকেও

দুই নেতাই চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক বলেছেন। এরই মধ্যে বাংলায় সাগরিদ্বিধি বিধানসভার উপনির্বাচনে কংগ্রেসের জয়ে বিজেপির সঙ্গে বোঝাপড়ার অভিযোগ তুলেছেন মমতা। অন্যদিকে, কংগ্রেসের সঙ্গে লাগাতার নির্বাচন সমঝোতার প্রস্তাব পাশ কাটিয়ে চলেছেন অখিলেশ। রাজ্যে আসন্ন পুর ভোটের স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের বোঝাপড়ার প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে অখিলেশের দল। স্বভাবতই কংগ্রেস থাকবে, এমন কোনও জোটে মমতা ও অখিলেশকে शामिल করার চেষ্টা কতটা সফল হবে সে প্রশ্নও যোরাক্ষেপা করছে। রবিবার রাতে নীতীশকে

সরাসরি এই প্রশ্ন করাও হয়েছিল। বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর জবাব এখনই এই প্রশ্ন কেন করছেন। আগে বৈঠক হতে দিন। জেডিইউ সূত্রের খবর, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়া ও রাহুল গান্ধির সঙ্গে বৈঠকের ভিত্তিতে ঠিক হয়েছে, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির সঙ্গী অর্থা এনডিএ-র শরিক দলের নেতাদের সঙ্গেও কথা বলবেন। তাঁর তালিকায় রয়েছে এনডিএ ছেড়ে যাওয়া বড় দল শিবসেনা, অকালি দল, টিডিপি। এছাড়া, এনডিএ-র ছোট শরিকদের সঙ্গেও কথা বলবেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী, এমনটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে। অভিজিত অরুণপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী টিডিপি নেতা চন্দ্রবাবু অটল বিহারী বাজেপীদের সময়ে

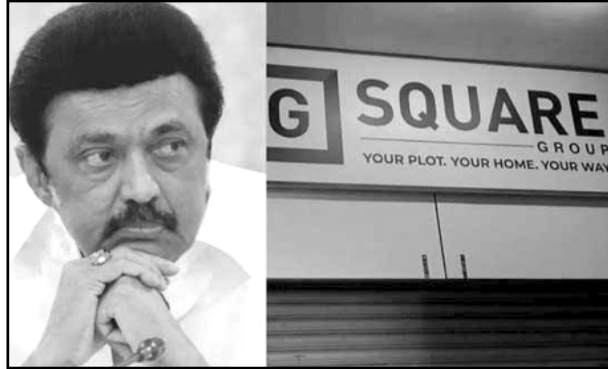
এনডিএ-র গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী ছিলেন। বছর পাঁচেক আগে তিনি বিজেপির সঙ্গে ছেড়ে গিয়েছেন। নীতীশ কুমার শুরু থেকে এনডিএ-তে থাকায় এই জোটের ছেড়ে যাওয়া এবং বর্তমান সঙ্গীদের সঙ্গে তাঁর ভালই সম্পর্ক রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজনৈতিক যোগাযোগের সূত্রপাত দু’জনে একই সঙ্গে বাজেপেীর মন্ত্রিসভায় থাকার সময়। কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব তাই বিহারের মুখ্যমন্ত্রীরই উপরই আস্থা রাখছে বিজেপি বিরোধী দলগুলির সঙ্গে প্রাথমিক কথা শুরু করতে। ইতিবাচক সাড়া পেলে দিল্লিতে বিরোধী মহ সমাবেশ করার পরিকল্পনা আছে খাড়া-রাহুল-নীতীশদের।

## মহিলার গাড়িতে ধাক্কা, ইট দিয়ে মার, তাঁর চালককে বনেটে তুলে গাড়ি ছোটাল দুই মদ্যপ

গাজিয়াবাদ, ২৪ এপ্রিল : মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাতে চালাতে রাস্তায় একের পর এক গাড়িতে ধাক্কা। সেই নিম্নেই তর্কাতর্কি। তার জেরেই এক মহিলা ও তাঁর গাড়ির চালককে বেষাক মারধর করে চালককে অভিযান। রাজ্যের নামজাদা রিয়েল এস্টেট কোম্পানি জি স্কোয়ারের একাধিক অফিসে হানা দিয়েছেন আয়কর আধিকারিকেরা। কয়েকজন ডিএমকে নেতার অফিস, বাড়িতেও তল্লাশি চলছে। ২০১২ সালে যাত্রা শুরু

## মোদির বিরুদ্ধে মুখ খোলার পরই চেন্নাইয়ে আয়কর দপ্তরে হানা

চেন্নাই, ২৪ এপ্রিল : সোমবার সকাল থেকে বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে পথে নেমেছে তামিলনাড়ুর শাসকদল ডিএমকে। একাধিক জায়গায় পথ অবরোধ শুরু হয়েছে। সংবাদ মাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে সর্বব হয়েছে ডিএমকে নেতারা। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মুখ খোলার কারণ সোমবার সকাল থেকে চেন্নাই-সহ রাজ্যের একাধিক শহরে আয়কর দফতরের বাটিকা অভিযান। রাজ্যের নামজাদা রিয়েল এস্টেট কোম্পানি জি স্কোয়ারের একাধিক অফিসে হানা দিয়েছেন আয়কর আধিকারিকেরা। কয়েকজন ডিএমকে নেতার অফিস, বাড়িতেও তল্লাশি চলছে। ২০১২ সালে যাত্রা শুরু



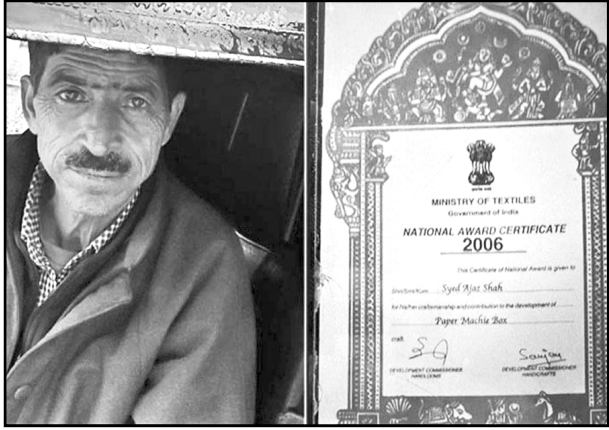
(বামে) তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এন কে স্টালিন, (ডানদিকে) তাঁর ঘনিষ্ঠ ফটো : সংগৃহীত ব্যবসায়িক কোম্পানির লোগো।

করা জি স্কয়ার প্রথম থেকেই ডিএমকে, বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। স্ট্যালিন মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর ওই কোম্পানির ব্যবসা ফুলে ফেঁপে ওঠে বলে বিজেপির দাবি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি কে আন্নমালাই অনেক ধরেই জি স্কোয়ার এবং স্ট্যালিনের

সম্পর্ক নিয়ে সর্বব। তার জেরেই আয়কর হানা বলে অভিযোগ ডিএমকের। স্ট্যালিনের বিজেপি বিরোধী জোট গড়ার উদ্যোগ শুষ্কর পর পর ডিএমকে নেতা ও দল ঘনিষ্ঠ শিক্ষা সংস্থার অফিসে হানার পিছনে রাজনীতির অন্য অঙ্গ দেখছে বিরোধী শিবির।

## জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী এখন অটো চালান পেটের টানে

শ্রীনগর, ২৪ এপ্রিল : জাতীয় পুরস্কারজয়ী শিল্পী তিনি। পেপার ম্যাশ বা কাগজের মণ্ড থেকে শিল্পদ্রব্য তৈরির জাদুকর। ঘুরেছেন গোটা পৃথিবী, তাঁকে নিয়ে দেখা হয়েছে দেশ-বিদেশের সংবাদ মাধ্যমে। সেই তিনিই পেটের টানে অটো চালাচ্ছেন শ্রীনগরে। জনৈক আরোহী তাঁকে চিনতে পেলে সেই কাহিনি লিখেছেন টুইটারে। ১৯ তারিখ খাওয়ার খান আচাকজাই নামে এক নেটিজেন টুইটারে পরপর টুইট আর ছবি শেয়ার করে লিখেছেন শিল্পী সৈয়দ আইজাজ শাহের কথা। তিনি বলছেন, আজকের যানজটের একমাত্র ভাল (আসলে দুঃখের) দিক হল, আমি একটা অটো নিলাম আর চালক সৈয়দ আইজাজকে চিনতে পারলাম। বহু পুরস্কার এবং প্রশংসাজয়ী শিল্পী। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও তাঁর কাজ



শিল্পী সৈয়দ আইজাজ শাহ।

ফটো : টুইটার

সমাদৃত এবং পুরস্কৃত হয়েছে। ভারতের কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকও তো পুরস্কার দিয়েছে সৈয়দ আইজাজকে। বহু দেশে গিয়েছেন কাজ শেখাতে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম তাঁকে নিয়ে লিখেছে। কিন্তু শিল্প তাঁর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে পারেনি। আচাকজাই লিখেছেন, কাশ্মীরে হস্তশিল্প থেকে আয় হয়

সামান্য। আইজাজ তা থেকে পরিবারকে টানতে পারেন না। পুরস্কার আর স্বীকৃতির চেয়ে টুক-টুক চালানোই এখন তাঁর কাছে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতদুসত্ত্বেও আইজাজ কিন্তু তাঁর শিল্পকে তোলেননি। আচাকজাই লিখেছেন, আইজাজ চমকার মানুষ! এখনও উনি সকাল আর সন্ধ্যায় সময় বার করে গুঁর হাতের

কাজ নিয়ে বসেন। দিনে অটো চালান। সন্ধ্যায় ডুবে যান রঙের জগতে। অসমাপ্ত ম্যুরাল আর অবশিষ্ট স্থানের জগতে। আইজাজের কাজ করার ছবিও দিয়েছেন আচাকজাই। আইজাজ একা নন। সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ, কাশ্মীরের পেপার-ম্যাশ শিল্পের অবস্থা সামগ্রিক ভাবেই খারাপ। চতুর্দশ শতকে পারস্য থেকে যে শিল্পের আমদানি হয় ভূমুগ্ধে, আজ তার গরিমা আর বেঁচে নেই। শিল্পীরা অনেকেই কাজ ছেড়ে কেউ অটো চালাচ্ছেন, কেউ সেলসের কাজ করছেন। আইজাজ নিজেও বলছেন, আর পাঁচ-দশ বছরের বেশি আয়ু নেই এই শিল্পের। অনটনে সবাই একে একে কাজ ছাড়েছে। তকদীর বনি, বনকর বিগড়ি, দুনিয়া নে হয়ে বরবাদ কিয়া (ভাগ্য প্রসন্ন ছিল, ভাগ্যই মুখ ফেরাল। দুনিয়া আমাদের সর্বনাশ করে ছাড়ল)।

## মধ্যপ্রদেশে সরকারি বিবাহের অনুষ্ঠানে আদিবাসী মেয়েদের সন্ত্রম নষ্ট

ভোপাল, ২৪ এপ্রিল : সমাজের আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের মেয়েদের জন্য সরকারি উদ্যোগে গণবিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, সেখানে বিয়ে করতে আসা পাত্রীদের তাঁরা অন্তঃসত্ত্বা কিনা সেই পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা হয়। কয়েকজনের পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ রিপোর্ট আসার পরেই তাঁদের বিয়েও বাতিল করা হয়। এই ঘটনা সামনে আসার পরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরঙ্গ। কে প্রেগনেসি টেস্ট করানোর নির্দেশ দিল, তা নিয়ে, ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী দল কংগ্রেস। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহনিকা যোজনা’র অধীনে শনিবার দিম্দোরির গাদসরাই এলাকায় বসেছিল বিবাহ বাসর। ২১৫ জন তরুণীর বিয়ের আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে। সূত্রের খবর, সেখানেই পাত্রীরা অন্তঃসত্ত্বা কিনা তা বোঝার জন্য তাঁদের প্রেগনেসি টেস্ট করানো শুরু হয়। তাতে ৫ জনের রিপোর্ট পজিটিভ আসাতেই তাঁদের বিয়ে বাতিল করা হয়। যেহেতু বিয়ের আগে মেয়েদের প্রেগনেসি টেস্ট করানোর কোনও নিয়ম নেই, তাই এই ঘটনা সামনে আসার পরেই শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। বছরগাঁও গ্রামের সরপাঞ্চ মেদানি মারাওয়ি জানিয়েছেন, এর আগে কখনও এমন কোনও পরীক্ষা করা হয়নি। এটা মেয়েদের জন্য অপমানজনক, পরিবারের কাছেও ছোট করে দেওয়া হল তাঁদের, দাবি তাঁরা। দিম্দোরির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রমেশ মারাওয়ি জানিয়েছেন, সাধারণত বয়স বোঝা,

সিকল সেল অ্যানিমিয়া এবং শারীরিক সক্ষমতা বোঝার জন্য কিছু মেডিকেল টেস্ট করা হয়। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সন্দেহজনক কয়েকজন মেয়ের ক্ষেত্রে প্রেগনেসি টেস্ট করানো হয়েছিল। আমরা শুধু পরীক্ষা করিয়ে তার রিপোর্ট জমা দিয়ে দিই। অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের গণবিবাহ থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত সোশ্যাল জার্সিস ডিপার্টমেন্টের, জানিয়েছেন তিনি। এই ঘটনায় কংগ্রেসের অভিযোগ, স্থানীয় প্রশাসন এবং রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে প্রেগনেসি টেস্ট করানোর মাধ্যমে মেয়েদের অপমান করতে চেয়েছে। এই বিষয়ে টুইট করে মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ লিখেছেন, আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই এই ঘটনা কি সত্যি? যদি সত্যিই এমনটা হয়ে থাকে তাহলে কার নির্দেশে মধ্যপ্রদেশের মেয়েদের এমন জঘন্য অপমান করা হল? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কি গরিব এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের মেয়েদের কোন সন্ত্রম নেই? এমনিভেই মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের ঘটনায় দেশের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে মধ্যপ্রদেশের শিবরাজ সরকার। ঘটনার উচ্চপাঁয়রে তদন্ত করে দোষীদের যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে শুরু হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহনিকা যোজনা। এই যোজনার অধীনে আর্থিকভাবে বিচ্ছিন্ন পড়া পরিবারের মেয়েদের বিয়ের জন্য ৫৬ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করে সরকার।

সিকল সেল অ্যানিমিয়া এবং শারীরিক সক্ষমতা বোঝার জন্য কিছু মেডিকেল টেস্ট করা হয়। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সন্দেহজনক কয়েকজন মেয়ের ক্ষেত্রে প্রেগনেসি টেস্ট করানো হয়েছিল। আমরা শুধু পরীক্ষা করিয়ে তার রিপোর্ট জমা দিয়ে দিই। অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের গণবিবাহ থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত সোশ্যাল জার্সিস ডিপার্টমেন্টের, জানিয়েছেন তিনি। এই ঘটনায় কংগ্রেসের অভিযোগ, স্থানীয় প্রশাসন এবং রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে প্রেগনেসি টেস্ট করানোর মাধ্যমে মেয়েদের অপমান করতে চেয়েছে। এই বিষয়ে টুইট করে মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ লিখেছেন, আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই এই ঘটনা কি সত্যি? যদি সত্যিই এমনটা হয়ে থাকে তাহলে কার নির্দেশে মধ্যপ্রদেশের মেয়েদের এমন জঘন্য অপমান করা হল? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কি গরিব এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের মেয়েদের কোন সন্ত্রম নেই? এমনিভেই মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের ঘটনায় দেশের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে মধ্যপ্রদেশের শিবরাজ সরকার। ঘটনার উচ্চপাঁয়রে তদন্ত করে দোষীদের যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে শুরু হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহনিকা যোজনা। এই যোজনার অধীনে আর্থিকভাবে বিচ্ছিন্ন পড়া পরিবারের মেয়েদের বিয়ের জন্য ৫৬ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করে সরকার।

## দিল্লিতে ডেলিভারি ম্যানকে পিটিয়ে খুন

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল : স্কুটার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় পিছনের গাড়িকে এগিয়ে যাওয়ার জায়গা করে দেননি। নিজের জীবন দিয়ে সেই অপরাধের শাস্তি পেলেন এক ডেলিভারি ম্যান। পিটিয়ে খুন করা হল তাঁকে! মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী রইল রাজধানী দিল্লি। ঘটনা গত শনিবার রাতের। পুলিশ জানিয়েছে, ৩৯ বছর বয়সি ডেলিভারি ম্যানের নাম পঙ্কজ ঠাকুর। একটি দোকানের

পণ্যসামগ্রী ডেলিভারির কাজ করতেন তিনি। শনিবার রাতে তেমনই জিনিষপত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু রঞ্জিত নগর মেন মার্কেটের কাছে ঘটনে ভয়ংকর ঘটনা। অভিযোগ, ১৯ বছরের মণীশ কুমার এবং ২০ বছরের লালচাঁদ গাড়ি নিয়ে ওই এলাকার সরু গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ই গলির মধ্যে স্কুটার নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন পঙ্কজ। তাঁরা প্রথমে পঙ্ককে সরে যেতে বলেন। তা থেকেই ডিনজনের মধ্যে শুরু

হয়ে যায় বচসা। এরপর গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে পঙ্কজের স্কুটার লাগি মেরে ফেলে দেন মণীশ ও লালচাঁদ। তাতে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। হাতাহাতিতে জড়ান তাঁরা।

দু’জনের হাতে মার খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন পঙ্কজ। তাঁকে অচেতন দেখে ভয়ে সেখান থেকে চম্পট দেন দু’জনই। এরপর স্থানীয়রা পঙ্কজকে উদ্ধার করে

হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ওই এলাকার সিটিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে পুলিশ। মণীশ ও লালচাঁদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গোটা ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানানো হয়েছে।

## হাইওয়েতে দু’টি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আগুন ধরে গেল, জীবন্ত পুড়ে মৃত্যু ৩ জনের

জয়পুর, ২৪ এপ্রিল : সোমবার সাত সকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা রাজস্থানের বার্মের জেলায়। দুটি ট্রেলার ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে আগুন ধরে যায় দুটি গাড়িতেই। সেই আগুনে জীবন্ত পুড়ে মৃত্যু হল ৩ জনের। আরও একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার ভোর ৪টে নাগাদ আন্ধারা গ্রামের একটি পেট্রল পাম্পের কাছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এদিন ভোরবেলা একটি ট্রেলার ট্রাক সড়কের থেকে হাইওয়ে দিয়ে সাধোবারে দিকে যাচ্ছিল। সেই সময়

মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় দুটি ট্রাকের। সঙ্গে সঙ্গে দাঁউ দাঁউ করে জ্বলে ওঠে দুটি গাড়ি। আগুনে জীবন্ত পুড়ে মৃত্যু হয় ৩ জনের। ঘটনা জানাজানি হতেই খবর দেওয়া হয় দমকলে। কিন্তু ততক্ষণে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, গাড়ি দুটিও পুড়ে প্রায় শেষ। পুলিশ জানিয়েছে, বিকানের থেকে যে ট্রাকটি আসছিল, মাটি নিয়ে যাচ্ছিল। সেটির চালক সামু খানের মৃত্যু হয়েছে। সেই গাড়িটিতে থাকা আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁর পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। অন্য ট্রাকটিতে থাকা দুজনেরই মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা সম্পর্কে বাবা-ছেলে। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার পর এলাকায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে বলে জানা গেছে।

সংরক্ষণ চালু করা না গেলেও একাধিক রাজ্যে ওবিসি তালিকায় বিভিন্ন পেশার মানুষের স্থান হয়েছে। যাদের সিংহভাগ মুসলিম। রাজ্যে রাজ্যে সংখ্যালঘুদের সেই সুবিধা বাতিল করে দেওয়ার পথে হাঁটতে চলেছে বিজেপি।শাহের ঘোষণার পর পরই মুখ খুলেছেন হায়দরাবাদের সাংসদ অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইন্ডেহাদুল মুসলিমিনের নেতা আশাউদ্দিন ওয়েইসি। তাঁর কথায়, শাহ ও তাঁর দল সমাজকে ভাঙতে শিখেছে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্ব নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখে কোনও কথা নেই।ভাষণে শাহ তীব্র আক্রমণ শানান ওয়েইসির উদ্দেশ্যেও। বলেন, আমরা মজলিসবাদীদের ভয় পাই না। তেলেঙ্গানায় এমন কোনও সরকার আমরা তৈরি হতে দেব না যার স্টিয়ারিং ওয়েইসির হাতে থাকবে।শাহের কথায় স্পষ্ট, তিনি ওয়েইসিকে আক্রমণ করে তেলেঙ্গানার শাসক দল ভারত রাষ্ট্র সমিতিকেরও নিশানা করতে চেয়েছেন। কিন্তু সংরক্ষণের প্রশ্নে সরাসরি আক্রমণ করেছেন ওয়েইসির দলকেই। যা দেখে বিআরএস এবং কংগ্রেস নেতাদের অভিযোগ, এ হল ওয়েইসির সঙ্গে মোদী-শাহের পুরনো বোঝাপড়ার খেলা। ওয়েইসির সঙ্গে কথা বলেই বিজেপি তেলেঙ্গানায় মেরুকরণের রাজনীতি জোরদার করতে চাইছে।



# জেলায় জেলায়

## পঞ্চায়েত নির্বাচন ও পদযাত্রা নিয়ে সিপিআই’র ময়না ও তিলখোজা অঞ্চলের সভা

সংবাদদাতা : আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন, ভারতব্যাপী ‘বিজেপি হঠাৎ দেশ বাঁচাও’ আওয়াজ তুলে পদযাত্রা ও স্থানীয় বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনের প্রস্তুতিতে রাজ্যের সর্বত্র সিপিআই নেমে পড়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ময়না ও তিলখোজা আঞ্চলিক



ময়নার সভায় বক্তব্য রাখছেন সৈকত গিরি। ফটো : নিজস্ব

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বক্তারা জোর দেন। বক্তব্য রাখেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক গৌতম পন্ডা। তিনি কর্মসূচিগুলি রূপায়নের পরিকল্পনা আলোচনা করে বুথ ভিত্তিক জাঠা ও গণ সংগ্রহের উপর গুরুত্ব দেন।

এছাড়াও বিজেপি ও তৃণমূল-কে পরাস্ত করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন, জহর এ রাজ্যকে তৃণমূলের মাইতি, পার্থ রায়, বিক্রম নৈরাজ্যের থেকে মুক্ত করার বাহাদুর মণ্ডল প্রমুখ। এবং বিজেপি’র চক্রান্ত ব্যর্থ সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক করার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে স্বপন বর্মন।

পরিষদের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রবিবার ময়না কানাই ভৌমিক ভবনে। এ রাজ্যকে তৃণমূলের মাইতি, পার্থ রায়, বিক্রম নৈরাজ্যের থেকে মুক্ত করার বাহাদুর মণ্ডল প্রমুখ। এবং বিজেপি’র চক্রান্ত ব্যর্থ সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক করার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে স্বপন বর্মন।

## বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেত্রী রেণুবালা মণ্ডলের স্মরণসভা



রেণুবালা মণ্ডলের স্মরণসভায় মঞ্চে বিশিষ্টজনেরা।

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কার্যকরী সভানেত্রী এবং বিশিষ্ট কমিউনিস্ট রেণুবালা মণ্ডল দীর্ঘ রোগ ভোগের পর গত ১০ এপ্রিল ২০২৩ প্রয়াত হয়েছেন। তিনি বিশিষ্ট কমিউনিস্ট ও খেতমজুর আন্দোলনের সংগঠক কার্তিক মণ্ডলের সহধর্মিনী ছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, গোবরাডাঙ্গা আঞ্চলিক পরিষদের উদ্যোগে বাদে খাঁটুরায় রেণুবালার গৃহ প্রাঙ্গণে ২২ এপ্রিল ২০২৩ এক মহতী স্মরণসভা সংঘটিত হয়। স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন অশীতিপর কমিউনিস্ট কালীপদ সরকার। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন আঞ্চলিক পরিষদ সম্পাদক বিধান চন্দ্র রায়। নীরবতা পালনের পর রেণুবালার প্রতিকৃতিতে মালাদান করেন বর্ষীয়ান কমিউনিস্ট কালীপদ সরকার, মনীষী নন্দী, দুলাল ভট্টাচার্য, ডা: সুবল সরকার, মহিলা সমিতির জেলা সম্পাদিকা ভাস্কি অধিকারী, ডা: সৃজন সেন এবং অধ্যাপিকা সুলগা সেন। পার্টির বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিষদ, শাখা এবং গণসংগঠনের পক্ষ থেকে মালাদান করেন বিধান চন্দ্র রায়, শ্যামল কান্তি গুহ, মনোরঞ্জন মণ্ডল, ঠাকুরদাসী মণ্ডল, সবিতা রায়, বেবী সরকার, কমল মণ্ডল, মৃদুল দাস, ছবি গুপ্ত, বিশ্বজিৎ বর্মন, অহন মণ্ডল, ধীরাজ রায়, মিঠু মজুমদার, অশোক গাঙ্গুলি, শংকর রায়, অধীর রায় প্রমুখ। পরিবারের পক্ষে দুই পুত্র ডা: আশিস মণ্ডল, দেবাশিস মণ্ডল, ভাইপো ভুলু মণ্ডল। মহলদপুর বিজ্ঞান চেতনা মঞ্চের পক্ষ থেকেও মালাদান করা হয়।

রেণুবালার জন্ম ১৯৫২ সালে। যাটের দশকের শেষ ভাগে তিনি কার্তিক মণ্ডলের সহধর্মিনী হয়ে বাদে খাঁটুরায় আসেন এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও মহিলা সমিতির কাজের সাথে যুক্ত হন। অতি সরল, সাধারণভাবে প্রজ্জ্বলহীন, অনাড়ম্বর জীবন যাপনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর সন্তানদেরও নিজ আদর্শে গড়ে তুলেছেন। মরমী জীবনের কবিতা ও গান লিখতেন তিনি। তাঁর পরিচর্যা ও পরিচালনায় গড়ে ওঠে শিশু বিকাশ ও শিক্ষা কেন্দ্র ক্রেস। যে কোন সামাজিক অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর আপোষহীন লড়াই মহিলা সমাজকে অনুপ্রাণিত করেছে। সভায় স্মৃতিচারণা করেন কালীপদ সরকার, ভাস্কি অধিকারী, মনীষী নন্দী, দুলাল ভট্টাচার্য ও ধীরাজ রায়। তাঁর লেখা কবিতা পাঠ করেন রেণুবালার কন্যা তৃপ্তি মণ্ডল এবং সংগীত পরিবেশন করেন অহন মণ্ডল।

### বারাকপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা : বারাকপুর আঞ্চলিক পরিষদের উদ্যোগে যথায়োগ্য মর্যাদায় আঞ্চলিক পরিষদ দপ্তরে দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষের মহান নেতা রুশ বিপ্লবের কাভারী ভ্রাদিমির ইলিচ লেনিনের ১৫৪ তম জন্মদিবস পালন করা হয়। সভার শুরুতে উপস্থিত সকলে লেনিনের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এরপর আঞ্চলিক পরিষদের অন্যতম বর্ষীয়ান সদস্য সুশীল ঘোষ আজকের দিনে লেনিনের প্রাসঙ্গিকতার ওপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। জন্ম হয় এক নতুন রাশিয়ার। আমাদের দেশ সহ সমগ্র বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষ এই বিশ্ববরেণ্য নেতার জীবন ও কাজের দ্বারা আজও অনুপ্রাণিত হন। গৌতম বিশ্বাসের কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শেষ হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আঞ্চলিক পরিষদ সম্পাদক শুভেন্দু দাস। সঞ্জয় সুর, জহর চ্যাটার্জি, প্রদীপ চক্রবর্তী, শ্যামল বোস (বারাকপুর), পীযুষ চৌধুরী প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

### ঝাড়গ্রাম

বাইশে এপ্রিল রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মহানায়ক কমরেড লেনিনের ১৫৪ তম জন্মদিবস, যথায়োগ্য মর্যাদার সঙ্গে সিপিআই ঝাড়গ্রাম

## ‘কবিকণ্ঠ আজ নীরব-প্রতিবাদী মানুষটির কণ্ঠ থেকে আজ আর কোনো প্রতিবাদের ভাষা শোনা যাবে না’



কমরেড গোবিন্দ ভট্টাচার্যের স্মরণসভায় বক্তব্য রাখছেন ভানুদেব দত্ত।

ফটো : নিজস্ব

সংবাদদাতা : গত ৭ মার্চ, ২০২৩, মঙ্গলবার, প্রয়াত হয়েছেন জনমানুষের কবি, প্রতিবাদী কবি কমরেড গোবিন্দ ভট্টাচার্য। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে ২৬ এপ্রিল, ২০২৩, রবিবার, বিধাননগরের আই.পি.এইচ.ই. হলে কবি গোবিন্দ ভট্টাচার্য স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, বিধাননগর আঞ্চলিক পরিষদের সহযোগিতায় কবি ও কমিউনিস্ট এবং বিধাননগরের সামাজিক আন্দোলনের অগ্রণী নেতা গোবিন্দ ভট্টাচার্যের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্মৃতিরক্ষা কমিটির আহ্বায়ক মাণিক রঞ্জন চক্রবর্তী।

শ্রীমতি সবিতা সরকারের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। এরপর শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন কবির বিশেষ স্নেহধনা ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা সলিল চক্রবর্তী। এই শোকপ্রস্তাবে বলা হয় – ‘কবিকণ্ঠ আজ নীরব। প্রতিবাদী মানুষটির কণ্ঠ থেকে আজ আর কোনো প্রতিবাদের ভাষা শোনা যাবে না, শোনা যাবে না সাদর আহ্বান, লেখা হবে না পিপাসার দেওয়ালে সবুজ। আমরা শোকস্তব্ধ।

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সঙ্ঘেও তাঁর মধ্যে কোনো ছুঁমার্গ ছিল না। তিনি যে কোনো মতবাদে

মৃত্যু, তবু মন মানতে চায় না যে গোবিন্দ ভট্টাচার্য, যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৩০ সালে কপোতাক্ষ নদী সংলগ্ন মাগুরা গ্রামে, তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই। ১৯৪৮ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর গোবিন্দ ভট্টাচার্য ১৯৪৯ সালে কলকাতা আসেন এবং কলকাতায় স্নাতক হয়ে একটি ব্রিটিশ কোম্পানীর ক্যান্টিনে কর্মচারী হিসেবে চাকুরীতে যোগ দেন। পরবর্তীকালে তিনি ডিভিসি-তে যোগদান করলেও শেষপর্যন্ত তিনি আরবিআই-কেই বেছে নেন তার স্থায়ী চাকুরীর জায়গা হিসেবে। পরবর্তীকালে তিনি শোভাদিকে বিবাহ করেন। মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনি তাঁর কাব্য প্রতিভার পরিচয় দেন যখন দেশ পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। তিনি সাংস্কৃতিক জগতের বিভিন্ন দিকপালদের সান্নিধ্যে আসেন ও একের পর এক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। কাব্যজগতের পাশাপাশি, মার্কসবাদে বিশ্বাসী এই মানুষটি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও জড়িয়ে থাকতেন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়া সঙ্ঘেও তাঁর মধ্যে কোনো ছুঁমার্গ ছিল না। তিনি যে কোনো মতবাদে

বিশ্বাসী মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। তাইতো আমরা দেখি, সল্টলেকের নাগরিকদের নিয়ে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সফল আন্দোলন করা আবার মার্কসবাদী সাহিত্য বিক্রির জন্য শারদোৎসবে সমস্ত ব্যবস্থা করা। প্রসঙ্গত, একদিকে যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তিনি তাঁর গ্রামে গিয়ে তাঁর বিশালায় ও গ্রামের লোকদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করেন একইরকম উদ্যোগে তিনি ইসকাস (ইন্দো সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতি)ও তৈরি করার সিংহভাগ কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। কালান্তরের সঙ্গে ছিল তাঁর নাড়ির সম্পর্ক। কালান্তরের কোনও শারদীয় সংখ্যা বা কোনো বিশেষ সংখ্যা গোবিন্দ ভট্টাচার্যের লেখা ছাড়া প্রকাশিত হয়নি। তাঁর যেকোনো পরামর্শ কালান্তরকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকা, পরিচয়, সপ্তাহ, কবিতা সীমান্ত ইত্যাদির কাজে অংশগ্রহণ করতেন আবার একইরকমভাবে বিভিন্ন সংগঠন রামমোহন লাইব্রেরি, সাহিত্য পরিষদ, রেখা চিত্রম, আনন্দলোক, ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক-এর সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক

মিনিট নীরবতা পালনের পর কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সি.পি.আই. উত্তর ২৪ পরগণার জেলা সম্পাদক শৈবাল ঘোষ, স্মৃতিচারণ করেন প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা ও তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু ইসকাক-এর সভাপতি ভানুদেব দত্ত, রেখাচিত্রমের কর্ণধার ও বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী অরুণ চক্রবর্তী, সপ্তাহ পত্রিকার সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী, বিধাননগর টাউন কংগ্রেসের সভাপতি সিজার ঘটক, এস.ইউ.সি.আই (সি)-এর বিধাননগর আঞ্চলিক সম্পাদক স্নেহাশিস দাস, সি.পি.আই. কলকাতা জেলা সম্পাদক প্রবীর দেব এবং গোর্কি সদনের পক্ষে গৌতম ঘোষ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন আই.পি.সি.এ-এর প্রবীণ নেতা সুশীল চক্রবর্তী। সি.পি.আই. জাতীয় পরিষদের অন্যতম সদস্য এবং কবির অন্যতম স্নেহভাজন ব্যক্তিত্ব তপন গাঙ্গুলি বক্তব্য না রাখলেও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ইসকাক-এর প্রবীণ নেত্রী বন্দনা ভট্টাচার্য।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আরও একজনের কথা উল্লেখ না করলেই নয়, তিনি হলেন নিঃসন্তান এই কবি ও কবিপুত্রীর কন্যাসমা সরস্বতী সামন্ত (মিনু)। কবির প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল এতটাই গভীর যে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। এই সভায় বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা-কর্মী যেমন উপস্থিত ছিলেন তেমন ছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ বহু ব্যক্তিবর্গ। উপস্থিত ছিলেন কালান্তর সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি পবিত্র সরকার। পরিশেষে আন্তর্জাতিক পরিবেশনের মাধ্যমে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সভার কাজ শেষ হয়। সমগ্র সভাটি সুচারুভাবে পরিচালনা করেন কবির আর এক স্নেহধনা ব্যক্তিত্ব অনুতোষ মুখার্জী।

## লেনিনের জন্মদিবসের আরো কিছু খবর



বারাকপুর



ঝাড়গ্রাম

জেলা পরিষদের উদ্যোগে পালিত হল জেলা দপ্তরে। প্রথমই লেনিনের প্রতিকৃতিতে মালাদান করেন, জেলা সম্পাদক দেবজ্যোতি ঘোষ, সহ-সম্পাদক অসিত রায়, এআইটিইউসি’র জেলা সম্পাদক গুরুপদ মন্ডল, জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য মনোরঞ্জন ঘোষ, পৌরসভার কাউন্সিলর ছবি মল্লিক দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বারা।

আজকের দিনে রুশ বিপ্লবে কমরেড লেনিনের নেতৃত্বের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

### অশোকনগর

কমরেড লেনিনের ১৫৪তম জন্মদিন উপলক্ষে অশোকনগর কল্যাণগড় আঞ্চলিক পরিষদের উদ্যোগে সুশীল সেন ভবনে লেনিনের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। প্রতিকৃতিতে মালাদান করেন রাজ্যপরিষদ সদস্য স্বপন গুপ্ত, জেলা কার্যবাহী সদস্য ডাঃ সৃজন সেন, সমীর রঞ্জন দত্ত ও আঞ্চলিক সম্পাদক মৃদুল দাস সহ অনেকে। পরের দিন



সিপিআই অশোকনগর



শিলিগুড়ি

২৬ এপ্রিল বিকেল ৫টায় আঞ্চলিক দপ্তরে লেনিনের কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা মনীষী নন্দী, কমরেড লেনিন এবং বর্তমান কমিউনিস্ট আন্দোলনে তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন সমীর রঞ্জন দত্ত ও ডা: সৃজন সেন।

### কাঁচড়াপাড়া

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কাঁচড়াপাড়া শাখার উদ্যোগে মহামতি লেনিনের ১৫৪ তম জন্মদিন পালন করা হয়। বীজপুর আঞ্চলিক পরিষদের সম্পাদক শ্যামল ব্যানার্জী সহ জেলা নেতৃত্বের পক্ষে সুধীর দত্ত, শাখার সম্পাদক অসিত সরকার, শাখার লিট ইনচার্জ সন্ত মৈত্র, লেনিনের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তুক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সংক্ষিপ্ত ব্যক্তব্য রাখেন প্রবীণ বিজয়কৃষ্ণ ভৌমিক। এরপর আঞ্চলিক পরিষদের কার্যালয়ে ওইদিনই প্রকাশিত কালান্তরের কিছু অংশ উপস্থিত পার্টির সদস্য ও সমর্থকদের সামনে পাঠ করেন শ্যামল ব্যানার্জী।

## সদ্য প্রকাশিত

### তরী হতে তীর

পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত  
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়  
চতুর্থ প্রকাশ  
দাম : ৫০০.০০ টাকা

### ঠিকানা কলকাতা

সুনীল মুঙ্গী  
তৃতীয় সংস্করণ  
দাম : ২০০.০০ টাকা

## বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান

(চতুর্থ খণ্ড)  
মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত  
দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ  
দাম : ৪৫০.০০



মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড  
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

## মনীষা প্রকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য বই

### জীবনী

কার্ল মার্কস সংক্ষিপ্ত জীবনী : নিকলাই ইভানভ ৭০.০০

### দর্শন

দার্শনিক লেনিন : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৯০.০০

### ইতিহাস

ইতিহাসের ধারা : সুশোভন সরকার ৭৫.০০  
সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও  
রামের অযোধ্যা : রামশরণ শর্মা ৩০.০০  
বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য : ১০০.০০  
ঠিকানা : কলকাতা : সুনীল মুঙ্গী ২০০.০০

### সাহিত্য

আলেক্সান্দর পুশকিন নির্বাচিত রচনাবলি ২৫০.০০

### রবীন্দ্র সাহিত্য

রবীন্দ্র ভাবনা : তপতী দাশগুপ্ত ১৫০.০০

### কাব্যগ্রন্থ

দিনেশ দাস কাব্যসমগ্র : ২৫০.০০

### বিজ্ঞান

রাসায়নিক মৌল কেমন করে  
সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল : ড. ন. ত্রিফোনভ  
ড. দ. ত্রিফোনভ ২৫০.০০

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের  
ইতিহাস অনুসন্ধান : মঞ্জুকুমার মজুমদার,  
ভানুদেব দত্ত ( মোট ১৫ খণ্ড )  
CAA, NRC, NPR : ডি. রাজা, এইচ মহাদেবন  
মানছি না : ড. বি. কে. কন্দো  
বিজেপির স্বরূপ : এ. বি. বর্ধন  
(পরিবর্তিত সংস্করণ)



মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড  
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

## OUR ENGLISH PUBLICATIONS

Karl Marx Remembered : Editor : Philip S. Foner Rs. 55.00  
Somenath Lahiri Collected Writings : Rs.15.00  
Rise of Radicalism in Bengal  
in the 19th Century : Satyendranath Pal Rs. 190.00  
Peasant Movement in India  
19th-20th Centuries : Sunil Sen Rs. 90.00  
Political Movement in Murshidabad  
1920-1947 : Bishan Kr. Gupta Rs. 85.00  
Forests and Tribals : N. G. Basu Rs. 70.00  
Essays on Indology  
Birth Centenary tribute to Mahapandita  
Rahula Sankrityayana :  
Editor. Alaka Chattopadhyaya Rs. 100.00



মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড  
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

# বিশ্বজুড়ে সামরিক ব্যয় সর্বকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে

স্টকহোম, ২৪ এপ্রিল : ২০২২ সালে সারাবিশ্বে সামরিক ব্যয় হয়েছে ২ দশমিক ২৪ ট্রিলিয়ন ডলার, যা সর্বকালের সর্বোচ্চ। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এসআইপিআর আই) জানিয়েছে, ইউক্রেন–রাশিয় যুদ্ধের কারণেই বিশ্বজুড়ে সর্বোচ্চ

সামরিক ব্যয় হয়েছে। সংস্থাটি বলেছে, বেশির ভাগ ব্যায় রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য বাড়লেও, অন্যান্য দেশগুলোও রুশ হুমকির প্রতিক্রিয়ায় নিজেদের সামরিক ব্যয় বাড়িয়েছে। সোমবার এসআইপিআরআই থেকে প্রকাশিত বৈশ্বিক সামরিক ব্যয়ের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়, টানা

অষ্টম বছরে বিশ্বব্যাপী সামরিক ব্যয় বেড়েছে। যার মধ্যে শুধু ইউরোপেই বেড়েছে ১৩ শতাংশ, যা ৩০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। সংস্থাটি বলেছে, ইউক্রেনে সামরিক ব্যয় ২০২২ সালে ছয় গুণেরও বেশি বেড়ে ৪ হাজার ৪০০ কোটি ডলার হয়েছে, যা এসআইপিআরআই ডেটাতে

রেকর্ড করা যেকোনো দেশের জন্য সর্বোচ্চ বাসরিক সামরিক ব্যয়। এসআইপিআরআইয়ের সামরিক ব্যয় ও অস্ত্র উৎপাদন কর্মসূচির সিনিয়র গবেষক ন্যান তিয়ান বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৈশ্বিক সামরিক ব্যয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি ইঙ্গিত করে যে, আমাদের বিশ্ব ক্রমেই অনিরাপদ হয়ে

পড়ছে। রাষ্ট্রগুলো একটি অবনতিশীল নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যা আগামীতে পৃথিবীর জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। এসআইপিআরআই তথ্য অনুসারে, ২০২২ সালে ফিনল্যান্ড তার সামরিক ব্যয় ৩৬ শতাংশ ও লিথুয়ানিয়া ২৭ শতাংশ সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি করে।

এসব পদক্ষেপ রাশিয়ার প্রতিবেশী বা একসময় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বলয়ের অংশ ছিল এমন দেশগুলোর মধ্যে শঙ্কা ছড়িয়ে দিয়েছে। চলতি বছরের এপ্রিলে ফিনল্যান্ড ন্যাটোর ৩১তম সদস্য হিসেবে নাম লেখায়। তাছাড়া ২০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সামরিক জোট

এড়িয়ে যাওয়া সুইডেনও এখন ন্যাটোতে যুক্ত হতে চাই, কিন্তু তুরস্কের আপত্তি কারণে তা হচ্ছে না। এসআইপিআরআইয়ের সামরিক ব্যয় এবং অস্ত্র উৎপাদন কর্মসূচির গবেষক লরেন্সো স্কারাজ্জাতো বলেন, যদিও ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনের সম্পূর্ণ স্কেল আক্রমণ

অবশ্যই সে বছরের সামরিক ব্যয়ের সিদ্ধান্তগুলোকে প্রভাবিত করেছিল। তবে রুশ আগ্রাসনের বিষয়ে উদ্বেগ গোটা বিশ্বজুড়ে অনেকদিন ধরেই তৈরি হচ্ছে। ২০১৪ সালে রাশিয়া ক্রিমিয়াকে অধিভুক্ত করেছিল। সে বছর অনেক দেশই তাদের সামরিক ব্যয় দ্বিগুণেরও বেশি করেছিল।

# বুরকিনা ফাসোতে সশস্ত্র হামলা, অন্তত ৬০ অসামরিক নাগরিক নিহত

ওয়াগাদিগু, ২৪ এপ্রিল : পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোর উত্তরাঞ্চলে সামরিক বাহিনীর পোশাক পরে আসা সশস্ত্র ব্যক্তিদের হামলায় প্রায় ৬০ জন অসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার ইয়াতেঙ্গা প্রদেশের কারমা গ্রামে হামলার এ ঘটনা ঘটে। রবিবার স্থানীয় কৌসুলি লামিনে কাবোরে এসব তথ্য জানান।

নিকটবর্তী ওয়াহিগুইয়া শহর পুলিশের উদ্ধৃতি দিয়ে লামিনে কাবোরে বলেন, মালির সীমান্তবর্তী ওই এলাকার এ হামলার ঘটনা নিয়ে একটি তদন্ত শুরু হয়েছে। এ এলাকায় আল কায়েদা ও ইসলামিক স্টেটের (আইএস) সঙ্গে সম্পর্কিত জঙ্গি

গোষ্ঠীগুলোর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। তারা কয়েক বছর ধরেই একের পর এক হামলা চালিয়ে আসছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, কাবোরের দেওয়া বিবৃতিতে বিস্তারিত আর কিছু জানানো হয়নি। তবে মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানিয়েছে, ২০২২ সালের পর থেকেই দেশটিতে সাধারণ নাগরিকের ওপর হামলা বেড়ে গিয়েছে। এমনকি দেশটির সেনাবাহিনী এবং স্বেচ্ছাসেবী সশস্ত্র বাহিনী দেশজুড়ে ব্যাপক সন্ত্রাসবাদবিরোধী অভিযান চালানোর পরও এ ধরনের হামলা কমেনি। বুরকিনা ফাসো সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী,

চলতি বছরের ১৫ এপ্রিল ওয়াহিগুইয়ার কাছে একই এলাকায় সেনাবাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীগুলোর ওপর অজ্ঞাত সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলায় ৪০ জন নিহত ও ৩৩ জন আহত হন। এ অঞ্চলে অস্থিতিশীলতার শুরু মূলত মালি থেকে। ২০১২ সালে ইসলামপন্থীরা তুরায়ের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই এই অঞ্চলে অস্থিরতা শুরু হয়। যা পরে ছড়িয়ে পড়ে বুরকিনা ফাসো, নাইজার এবং অন্যান্য দেশে। এই অস্থিরতায় বিভিন্ন দেশে কয়েক হাজার লোক নিহত হয়। বাস্তুচ্যুত হয় অন্তত ২৫ লাখ মানুষ।

## সুদানে নিহত ৪২০, আহত ৩৭০০



সুদানে ১৫ এপ্রিল সামরিক বাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের মধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াই শুরু হয়।

খার্তুম, ২৪ এপ্রিল : সুদানে চলমান সংঘাতে ৪২০ জন নিহত হয়েছেন। আহত ৩ হাজার ৭০০ জন। সুদানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় রবিবার এই তথ্য জানিয়েছে। সংঘাতের কারণে সুদান থেকে নিজ নিজ নাগরিকদের সরিয়ে নিতে জোর তপরতা চালাচ্ছে বিভিন্ন দেশ। ১৫ এপ্রিল সুদানের সামরিক বাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) মধ্যে লড়াই শুরু হয়। এই সংঘাতের এক পক্ষে রয়েছেন সেনাপ্রধান জেনারেল আবদেল ফাতাহ আল–বুরহান। অপর পক্ষে আছেন আরএসএফের প্রধান প্রাক্তন মিলিশিয়া নেতা জেনারেল মোহাম্মদ হামদান দাগালো

ওরফে হেমেদতি। সংঘাতের কারণে রাজধানী খার্তুমে বাড়ির ভেতরে অবরুদ্ধ হয়ে আছেন লাখে বাসিন্দা। অনেকে খাবার ও জলের অভাবে রয়েছেন। দুই পক্ষের মধ্যে লড়াইয়ে দেশটিতে একটি মানবিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। অনেক স্থানে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, মার্কিন কূটনীতিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার কাজ শেষ করেছে। জার্মানি ও ফ্রান্স রবিবার ঘোষণা করে, তারা তাদের নাগরিকসহ অন্যদের সরিয়ে নিতে শুরু

করেছে। ইতালি, নেদারল্যান্ডস, প্রিসসহ অন্য ইউরোপীয় দেশগুলো বলেছে, তারা উদ্ধার প্রক্রিয়া শুরুর পরিকল্পনা করছে। তুরস্ক রবিবার ভোরে সড়কপথে উদ্ধার অভিযান শুরু করেছিল। কিন্তু পরে বিস্ফোরণের ঘটনার জেরে তা স্থগিত করা হয়। ভারত, ঘানা ও লিবিয়া বলেছে, তারা তাদের নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কাজ করছে। সুদান ছেড়ে কূটনীতিকসহ বিদেশিদের দলে দলে চলে যাওয়ার ঘটনা দেশটির নাগরিকদের মধ্যে উদ্বেগ–উৎকণ্ঠা আরও বায়িয়ে দিয়েছে। তাঁদের ভাষ্য, বর্তমান পরিস্থিতিতে কূটনীতিকেরা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতে পারতেন, কিন্তু তারা চলে গেলে কী হবে, তা নিয়েই তাঁদের উদ্বেগ।

## নিউজিল্যান্ডে ৭.১ মাত্রার ভূমিকম্প

ওয়েলিংটন, ২৪ এপ্রিল : নিউজিল্যান্ডে ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ৭ দশমিক ১ বলে জানিয়েছে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস। সোমবার এ ভূমিকম্প আঘাত হানে। দেশটির কেরমাডেক দ্বীপে আঘাত

হানা ভূমিকম্পটির গভীরতা ছিল মাত্র ১০ কিলোমিটার। যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে, কেরমাডেক দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলে ভূমিকম্পের পর সুনামির হুমকি কেটে গেছে।

রাষ্ট্রসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন।

নিরাপত্তাহীনতায় সুদান বন্ধ

সুইজারল্যান্ডের দূতাবাস

খার্তুম, ২৪ এপ্রিল : সেনাবাহিনীর সঙ্গে আধা–সামরিক বাহিনীর চলমান সংঘাতের কারণে অস্থিতিশীল হয়ে ওঠা সুদানে নিজেদের দূতাবাস বন্ধ করে দিয়েছে সুইজারল্যান্ড। সুদানের নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে খার্তুমে সুইজারল্যান্ডের দূতাবাস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সুইস পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। একই সঙ্গে খার্তুম থেকে সুইস দূতাবাসের কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

রবিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে দেওয়া এক বার্তায় এই তথ্য জানিয়েছে সুইজারল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইগনাজিও ক্যাসিস বলেছেন, আমাদের সব কর্মী ও তাদের পরিবারকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তারা নিরাপদে আছে।

সুইস পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, এখন পর্যন্ত দূতাবাসের সাতজন কর্মী ও তাদের সঙ্গে থাকা পাঁচজনকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তারা সুস্থ আছে। তাদের মধ্যে দু’জনকে সুদানের প্রতিবেশী ইথিওপিয়া যাওয়ার পথে রয়েছে। বাকিদের ফ্রান্সের সহায়তায় জিবুতিতে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ক্যাসিস বলেছেন, আমাদের অশ্লীদারদের– বিশেষ করে ফ্রান্সের সহযোগিতার কল্যাণে খার্তুম থেকে দূতাবাসের কর্মী ও তাদের পরিবারকে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

সুদানে আটকা পড়া সুইস নাগরিকদের সাহায্য করার কাজ অব্যাহত রয়েছে। এর আগে, শুক্রবার সুইজারল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুদানে প্রায় ১০০ জন সুইস নাগরিকের নিবন্ধন সম্পন্ন করে। এছাড়াও দেশটিতে আরও কিছু সুইস নাগরিক পর্যটক হিসাবে লোহিত সাগর তীরবর্তী এলাকা পরিদর্শন করছেন বলে মনে করা হচ্ছে। ক্ষমতার ভাগ–বাঁটোয়ারা নিয়ে দ্বৈত্বের জেরে গত ১৫ এপ্রিল সংঘাত শুরু হয় সুদানের সেনাবাহিনী ও আধা–সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) সদস্যদের মধ্যে। সংঘাতে সামরিক বাহিনীর পক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সুদানের প্রেসিডেন্ট ও সেনাপ্রধান জেনারেল আবদেল ফাতাহ আল–বুরহান এবং আরএসএফের পক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছেন দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্ট আরএসএফের শীর্ষ নির্বাহী জেনারেল মোহাম্মদ হামদান দাগালু, যিনি জেনারেল হেমেদি নামেই বেশি পরিচিত। ২০২১ সালে অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হন সুদানের প্রেসিডেন্ট ওমর আল বরিশ, যিনি প্রায় ৩ দশক সুদানের ক্ষমতা আঁকড়ে ধরেছিলেন। দেশটির সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে ঘটে এই অভ্যুত্থান।

আরএসএফকে মূল সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে অনেক দিন ধরে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় ১০ বছর বিলম্ব চায় আরএসএফ। অন্যদিকে সেনাবাহিনী দুই বছরের মধ্যেই এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া উচিত বলে মনে করে।

সুদানে বেসামরিক শাসনে ফেরার প্রস্তাবিত পদক্ষেপের মূলে আছে আরএসএফকে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার এ বিষয়টি। কিন্তু এর সময়সূচি নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যে বিরোধের জেরেই শুরু হয়েছে সংঘাত। দুই পক্ষের মধ্যকার লড়াইয়ে ইতোমধ্যে মানবিক সংকটে পড়েছে উত্তর আফ্রিকার এই দেশটি। সংঘাতের কারণে রাজধানী খার্তুমে বাড়ির ভেতরে অবরুদ্ধ হয়ে আছেন লাখ লাখ বাসিন্দা।



রাষ্ট্রসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন।

নাইপাইতাও, ২৪ এপ্রিল : রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জর্জরিত মায়ানমার সফরে গেছেন রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব বান কি মুন। তবে তার সফর সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম এ তথ্য জানায়। ২০২১ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসে জাভা সরকার। এর ফলে সৃষ্ট সংকটের অবসানের লক্ষ্যে যেসব কূটনৈতিক প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে, তা স্থবির হয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে ভিন্নমতের

বেজিং, ২৪ এপ্রিল : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ৮৬৪ জন অস্ট্রেলীয় যাত্রী নিয়ে ডুবে যাওয়া একটি জাপানি জাহাজের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রিচার্ড মারলেস গত শনিবার বলেছেন, দক্ষিণ চীন সাগরে এটি খুঁজে পাওয়া গেছে। এসএস এমস্টেডিভিও মার্ক নামের জাহাজটিতে করে যুদ্ধবন্দীদের আনা–নেওয়া করা হতো। ১৯৪২ সালের জুলাইয়ে ফিলিপাইনের উপকূলে জাহাজটি ডুবে নির্খোঁজ হয়। প্রায় ৮১ বছর পর লুজান দ্বীপের উত্তর–পশ্চিমাঞ্চলে জাহাজটির ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে। ঘটনার দিন বর্তমান

ওপর নৃশংস দমন–পীড়নের কারণে অন্তর্জাতিক সমালোচনাও জাভা সরকার উপেক্ষা করে চলেছ। এ ছাড়া বিরোধীদের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনায় বসতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছে জাভা সরকার। বান কি মুন আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার প্রতিষ্ঠিত বিশ্বনেতাদের দ্য এন্ডারস গ্রুপের সদস্য। এই গ্রুপ শান্তি প্রচার ও সংঘাত নিরসনে কাজ করে। মায়ানমারে রাষ্ট্র পরিচালিত গ্লোব নিউ লাইন পত্রিকার খবরে বলা হয়, রবিবার সন্ধ্যায় বান কি মুন ও তাঁর দল উডোজাহাজে করে নেপিডোতে পৌঁছান। পত্রিকাটি জানায়, প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়ক উপমন্ত্রীরা তাঁর (বান কি মুন) সঙ্গে দেখা করেছেন। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করেনি। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের বুলেটিনে দেখানো হয়, বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর

ক্যামেরার দিকে লক্ষ্য করে বান কি মুন হাত নাড়েন। এ সময় আবার মায়ানমার সফরে গিয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব থাকাকালে বান কি মুন বেশ কয়েকবার মায়ানমার সফর করেছেন। সেই সময়গুলোতে জেনারেলদের সঙ্গে তাঁর আলোচনা সফলও হয়েছিল। ২০০৯ সালে তিনি মায়ানমারে এসেছিলেন অং শান সু চির মুক্তির বিষয়ে। ওই সময় তিনি তৎকালীন জাভা প্রধান থান সুয়ের ওপর চাপ প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু জেনারেল তাঁকে (বান কি মুন) সু চির সঙ্গে দেখা করতে দেননি। ২০১৬ সালে সু চি কারাগার থেকে মুক্তি পান এবং মায়ানমারের কার্যত (ডি ফ্যাক্টো) অসামরিক শাসক হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। সুচিকে দেশটির জাতিগত বিদ্বেষীদের সঙ্গে সাম্প্রতিক স্বাক্ষরের জন্য আন্তর্জাতিক

সম্প্রদায়ের ঐক্যমতের কথা জানান দিতে তিনি ২০১৬ সালে আবার মায়ানমার সফরে যান।২০২১ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সু চি আবার প্রেণ্ডার হন। এতে মায়ানমার আবার টালমাটাল হয়ে ওঠে এবং অর্থনীতির পতন ঘটে। মায়ানমার বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ দূত নোলিন হেইজার গত বছরের আগস্টে দেশটিতে সফরের সময় সু চির সঙ্গে বৈঠকের অনুবোধ করেছিলেন। কিন্তু সে সুযোগ তাঁকে দেওয়া হয়নি। আর মায়ানমার সফর করবেন না। গত ডিসেম্বরে বেশ কয়েকবার রুদ্ধদার আদালতে সু চির বিচার হয়। সেখানে তাঁকে মোট ৩৩ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

## দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ৮৬৪ সৈনিককে নিয়ে ডুবেছিল জাহাজ, সন্ধান মিলল দক্ষিণ চিন সাগরে



৪ হাজার মিটারের বেশি (১৩ হাজার ১২৩ ফুট) গভীরে ধ্বংসাবশেষটির সন্ধান পাওয়া গেছে।

 ফটো : এএফপি ফাইল

পাপুয়া নিউগিনি থেকে চিনের হাইনান প্রদেশের দিকে জাহাজটি যাচ্ছিল। একটি জাপানি জাহাজের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রিচার্ড মারলেস গত শনিবার বলেছেন, দক্ষিণ চীন সাগরে এটি খুঁজে পাওয়া গেছে। এসএস এমস্টেডিভিও মার্ক নামের জাহাজটিতে করে যুদ্ধবন্দীদের আনা–নেওয়া করা হতো। ১৯৪২ সালের জুলাইয়ে ফিলিপাইনের উপকূলে জাহাজটি ডুবে নির্খোঁজ হয়। প্রায় ৮১ বছর পর লুজান দ্বীপের উত্তর–পশ্চিমাঞ্চলে জাহাজটির ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে। ঘটনার দিন বর্তমান

পাপুয়া নিউগিনি থেকে চিনের হাইনান প্রদেশের দিকে জাহাজটি যাচ্ছিল। একটি জাপানি জাহাজের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রতিরক্ষা

ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এটিকে অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে ভয়াবহ বিপর্যয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ২৫ এপ্রিল আনজাক দিবসের আগে জাহাজটির ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেল। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে দিবসটি পালন করা

হয়। এদিন তারা সব সামরিক সংঘাতে নিহত নিজস্ব সেনাদের স্মরণ করে থাকে। এক ভিডিও বার্তায় মারলেস বলেন, এর মধ্য দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সামুদ্রিক ইতিহাসের সবচেয়ে মর্যাদ্ভিক ইতিহাসগুলোর একটির সমাপ্তি ঘটল। ৪ হাজার মিটারের বেশি (১৩ হাজার ১২৩ ফুট) গভীরে ধ্বংসাবশেষটির সন্ধান পাওয়া গেছে। অস্ট্রেলিয়া সরকারের তথ্যমতে, একটি অলাভজনক সামুদ্রিক প্রত্নতত্ত্ব সংস্থা এবং গভীর সমুদ্রে জরিপ পরিচালনাকারী বিশেষজ্ঞরা এ অনুসন্ধান অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছে। এ কাজে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিরক্ষা বিভাগ সহযোগিতা করেছে।



# ৫০-তম জন্মদিনে শুভেচ্ছায় ভাসলেন শচীন

মুম্বাই, ২৪ এপ্রিল : সোমবার ৫০ বছরে পা দিলেন গড অফ ক্রিকেট শচীন রমেশ তেড্ডুলকর। ১৯৭৩ সালে মুম্বাইয়ে জন্মগ্রহণ সেই কৌকড়ানো চুলের ছেলটো যে ‘ক্রিকেটের ঈশ্বর’ হয়ে উঠবেন, তা হয়ত বেশি কেউ ভাবেননি। কিন্তু ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রতিভা, ততোধিক কঠোর পরিশ্রম, নাছোড়বান্দা মনোভাবে ভর করে ২৪ বছর বিশ্ব ক্রিকেটকে শাসন করেছেন। দেশের জন্য নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। বাবার মৃত্যুর পরই বিপ্লুকাপে এসে খেলেছেন। পেয়েছেন অনেক প্রশংসা। সেই মহাতারকার জন্মদিনে একনজরে দেখে নিন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর তৈরি করে যাওয়া কয়েকটি রেকর্ড –

**সর্বাধিক মাচ** : ২৪ বছরের দীর্ঘ কেরিয়ারে মোট ৬৬৪ টি মাচ খেলেছেন শচীন। বিশ্বের কোনও ক্রিকেটার এত সংখ্যক আন্তর্জাতিক মাচ খেলেননি। শুধুমাত্র ২০০ টি টেস্ট মাচই খেলেছেন শচীন। সেই রেকর্ডও কারও নেই। সেইসঙ্গে ৪৬৩ টি একদিনের মাচ এবং একটি টি-টোয়েন্টি মাচ খেলেছেন। এখন যাঁরা খেলছেন, তাঁরা কেউ শচীনের ধারেকাছেও নেই। এখনকার ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বপ্রথম আছেন বিরাট কোহলি। তিনি ৪৯৭ টি মাচে খেলেছেন।

**একটানা আন্তর্জাতিক মাচ** : লাগাতার ২৩৯ টি আন্তর্জাতিক মাচ খেলেছেন সচিন। ১৯৯০ সালের ২৫ এপ্রিল থেকে ১৯৯৮ সালের ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত একটি



মাচেও শচীনছাড়া মাঠে নামেনি ভারত।

**আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বাধিক রান** : ৬৬৪ টি মাচে (৭৮২) মোট ৩৪,৩৫৭ রান করেছেন শচীন। গড় ৪৮.৫২। বল খেলেছেন ৫০,০০০-র বেশি। মোট ১০০ টি শতরান করেছেন।

অর্ধশতরানের সংখ্যা ২৬৪। ৩৪ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন। শচীনের পরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বাধিক রানের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আছেন কুমার সান্দাকর। তিনি করেছেন ২৮,০১৮ রান। এখন যাঁরা খেলেন, তাঁদের মধ্যে বিরাট সকলের উপরে আছেন। সার্বিক তালিকায় সাত নম্বরে আছেন বিরাট (২৫,৩২২ রান)। অর্থা সচিনের রেকর্ড যে বহু দশক অটুট থাকবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই ক্রিকেট মহলের।

**আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বাধিক শতরান** : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের তিন ফর্মাটি মিলিয়ে (টেস্ট, একদিনের মাচা এবং টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে) শতরানেরও ‘শতরান’

করেছেন শচীন। একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে ১০০ টি সেঞ্চুরি করেছেন। যে তালিকায় দুই নম্বরে আছেন বিরাট (৭৫ টি শতরান)।

**একদিনের ক্রিকেট এবং টেস্টে সর্বাধিক শতরান** : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সব ফর্মাট মিলিয়ে শতরানের তালিকায় শীর্ষে থাকার পাশাপাশি একদিনের ক্রিকেট এবং টেস্টেও সর্বাধিক সেঞ্চুরির তালিকার প্রথম নামটা হল শচীনের। ৪৬৩ টি একদিনের মাচে (৪৫২) ৪৯ টি শতরান করেছেন। বিরাট কোহলি করেছেন ৪৬ টি শতরান (২৭৪ টি মাচ)। টেস্টে ৫১ টি শতরান করেছেন শচীন। এখন যাঁরা খেলেন, তাঁদের কেউ সেই তালিকার প্রথম দশে নেই। ১২ নম্বরে আছেন স্টিভ স্মিথ। তাঁর শতরানের সংখ্যা ৩০। ফলে কয়েক যুগ সচিনের রেকর্ড অক্ষুণ্ণ থাকবে।

**আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বাধিক অর্ধশতরান** : শতরানের পর মতো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বাধিক অর্ধশতরানের রেকর্ডও শচীনের দখলে আছে। তিনি মোট ২৬৪ টি অর্ধশতরান করেছেন। এখনকার

ক্রিকেটারদের মধ্যে প্রথম পাঁচে একজনই আছেন – বিরাট। তাঁর অর্ধশতরানের সংখ্যা ২০৫।

**একই ক্যালেন্ডার বর্ষে সর্বাধিক সেঞ্চুরি** : শচীনের ঝুলিতে সেই রেকর্ডও আছে। ১৯৯৮ সালে ৩৯ টি মাচে ১২ টি শতরান হাঁকিয়েছিলেন শচীন। সঙ্গে আটটি অর্ধশতরান করেছিলেন। মোট করেছিলেন ২,৫৪১ রান। গড় ছিল ৬৮.৬৭। সর্বোচ্চ ১৭৭ রান করেছিলেন। ওই তালিকায় সচিনের পরে একই ক্যালেন্ডার বর্ষে ১১ টি শতরান করেছেন অনেকে – রিকি পন্টিং, বিরাট কোহলি (দু’বার – ২০১৮ সাল এবং ২০১৭ সাল)।

**কেরিয়ারে সর্বাধিক ৯০-র ঘরে রান** : ‘আনলাকি’ ৯০ বলে যে বিষয়টা আছে, সেটার সবথেকে বেশি শিকার হয়েছেন শচীন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মোট ২৮ বার ৯০-র ঘরে আউট হয়েছেন ‘মাস্টার ব্লাস্টার’।

**সর্বাধিক সিরিজ সেরার পুরস্কার** : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বাধিক সিরিজ সেরার পুরস্কারের তালিকায় যুগ্মভাবে শীর্ষে আছেন শচীন। মোট ২০ বার সিরিজ সেরা নির্বাচিত হয়েছেন (পাঁচবার টেস্টে, ১৫ বার একদিনের ক্রিকেটে)।

বিরাটও ২০ বার সিরিজ সেরার পুরস্কার জিতেছেন (তিনবার টেস্টে, ১০ বার একদিনের ক্রিকেট এবং সাতবার টি-টোয়েন্টিতে)। অর্থাৎ বিরাট যে শচীনকে ছুঁয়েছেন, সেটার পিছনে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের বড় অবদান আছে।

## লাল হলুদে আসছেন

## সলমন খান

**নিজস্ব প্রতিনিধি** : ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শতবর্ষ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে ২ বছর আগেই সলমান খানকে নিয়ে একটি মেগা অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা আমাদের ভাবনায় ছিল। কিন্তু অতিমারীর কারণে সেটা করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। ক্লাবের সভা-সমর্থকদের এবং তাদের পরিবারের জন্য বর্তমানে নামক সংস্থা এগিয়ে এসেছে আগামী ১৩ই মে এই মেগা অনুষ্ঠান উপহার দিতে। আমরা সেটিকে সাদরে গ্রহণ করে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছিলাম। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সবরকম সহযোগিতা দেওয়ার জন্য আশ্বাস দিয়েছেন।

এই মেগা মিউজিক্যাল ডান্স শো টি হবে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টার। এতে সলমান খানের সাথে থাকবেন সোনাক্ষী সিন্‌হা, জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ, প্রভু দেবা, গুরু রনধাওয়া, আয়ুষ শর্মা, কামাল খান সহ আরো অনেকে।

আমরা সদস্যদের জন্য ক্লাবে একটি কাউন্টার করছি, যেখান থেকে সদস্যরা ‘আগে আসো, আগে সংগ্রহ করো’ ভিত্তিতে টিকিটের মূল্যের ২৫ শতাংশ ছাড়ে টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন।

এছাড়াও অনলাইনে থেকে সবাই টিকিট সংগ্রহ করতে পারেন। শহরের উপকণ্ঠে কিছু জায়গায় আমরা সর্বসাধারণদের জন্য টিকিট কাউন্টার করতে চলেছি, যেখান থেকেও সবাই টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন (খুব দ্রুত সেগুলোর সম্মুখে বিস্তারিত জানানো হবে)।

সংবাদমাধ্যমকেও আমরা আমাদের আনন্ড্রপ পত্র সময়মতো পৌঁছে দেব। তবে তাদের জ্ঞাতার্থে জানাই, ‘অনুষ্ঠানের’ চুক্তি অনুযায়ী ‘ক্যামেরা নিয়ে প্রবেশ এবং কোনো ধরনের রেকর্ডিং’ নিষিদ্ধ। এর সাথে সাথে সকলের কাছে আমাদের আবেদন রইলো, তারা এই অনুষ্ঠানটি দেখুন, উপভোগ করুন এবং আমাদের সর্বত ভাবে সহযোগিতা করুন।

# সেরাটা এখনও আসেনি, কেকেআরকে হারিয়ে হুঙ্কার রাহানের

**নিজস্ব প্রতিনিধি** : মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ২৭ বলে ৬১ রান, রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ১৯ বলে ৩১ রান, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের বিরুদ্ধে ২০ বলে ৩৭ রান, কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) বিরুদ্ধে ২৯ বলে অপরািজিত ৭১ রান – এবার আইপিএলে যেন এক স্তরে পৌঁছে গিয়েছেন অজিঙ্কা রাহানো। শুধু যে রান করছেন, তাই নয়। স্ট্রাইক রেট অবিশ্বাস্য থাকছে। তবে তাঁর বিশ্বাস, এখনও নিজের সেরাটা আসেনি। সেটা আসতে এখনও বাকি আছে। সেইসঙ্গে রাহানের মতে, স্বচ্ছ মানসিকতা এবং মহেন্দ্র সিং ধোনির পরামর্শ – দুইয়ের প্রভাবে এবার আইপিএলে এক অন্য রাহানো-কে দেখা যাবে।

রবিবার ইডেনে কেকেআরের বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেনে ২৯ বলে অপরািজিত ৭১ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন রাহানো। ছ’টি চার এবং পাঁচটি হুঙ্কার সাজানো ছিল তাঁর ইনিংস। টেস্ট খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত রাহানের স্ট্রাইক রেট ছিল ২৪৪.৮২। সেই ইনিংসের সুবাদে যথারীতি ম্যাচের সেরাও নির্বাচিত হন। যে দিনটার জন্য তাঁকে সাত বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। সাত বছরে আইপিএলে প্রথমবার ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেলেন। তাই স্বভাবতই বাড়তি একটা উদ্দান্দনা কাজ করতে থাকে রাহানের মধ্যে। সঙ্গে চোখে-মুখে ফুটে ওঠে আত্মবিশ্বাস।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রাহানে বলেন, এবারের আইপিএলে এখনও পর্যন্ত যে ইনিংসগুলি খেলেছি, সেগুলির প্রতিটি উপভোগ করেছি। আমার বিশ্বাস যে আমার সেরাটা এখনও আসেনি। প্রতিটি ইনিংস উপভোগ করেছি আমি। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের বিরুদ্ধে ৩৭ রান, রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ৩০ রানের মতো ইনিংস হোক বা মুম্বাই

ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ৬১ রানের ইনিংসে হোক – আমি প্রতিটি ইনিংস উপভোগ করেছি। সবমিলিয়ে এবার আইপিএলে এখনও পর্যন্ত মোট পাঁচটি ম্যাচে খেলেছেন রাহানো। করেছেন ১৯৯ রান। স্ট্রাইক রেট ১৯৯.০৪। একমাত্র সানারাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে রান পাননি। কিন্তু কোন জাদুবলে এটা সম্ভব হল? যে রাহানো গতবারের আইপিএলে সাত ম্যাচে মাত্র ১৪৪ রান করেছিলেন, স্ট্রাইক রেট ছিল ১০৩.৯, ভারতীয় টেস্ট দলে জায়গা হারিয়েছেন, সেই রাহানো কীভাবে চমোই সুপার কিংসের জার্সি পরে নিজেকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন, সেই রহস্য নিজেই ফাঁস করেন ভারতীয় তারকা।

রাহানে বলেন, স্ট্রেক স্বচ্ছ মানসিকতা নিয়ে (এবারের আইপিএলে) এসেছি। আর কিছু নয়। আমি সবসময় বিশ্বাস করে এসেছি, মাথা যদি পরিষ্কার থাকে, তাহলে যে কোনও কিছু করা যায়। সেজন্য আমি একেবারে স্বচ্ছ মানসিকতা নিয়ে খেলতে নেমেছি। মরশুম স্তুরুর আগে ভালোভাবে প্রস্তুতি সেরেছি, প্রাক-মরশুমটা ভালোভাবে কাটিয়েছি। আমি শুধুমাত্র নিজের খেলাটা উপভোগ করতে চাইছি এবং নিজের মানসিকতা স্বচ্ছ রাখতে চাইছি।

সেইসঙ্গে নিজের পুনর্জন্ম-র জন্য চমোই অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিকেও কৃত্তি্ব দিয়েছেন রাহানো। তিনি বলেন, (ধোনির নেতৃত্বে খেলতে পারলে) অনেক কিছু শেখা যায়। ভারতীয় দলে ওর নেতৃত্বে দীর্ঘদিন খেলেছি। মাহিভাইয়ের নেতৃত্বে সিএসকেতে প্রথমবার খেলেছি। ওর থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি। প্রত্যেকেই ওর থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে। ওর মতো অধিনায়ক যখন কোনও কথা বলে, তখন সেটা শোনা উচিত। আর সেটা যদি কেউ শোনে, তাহলে সে ভালো পারফর্ম করতে পারবে।

## জয়ের পরে ম্যাক্সি আর ফ্যাফের প্রশংসা বিরাটের মুখে

**বেঙ্গালুরু, ২৪ এপ্রিল** : বেঙ্গালুরুর চিন্মাস্বামী স্টেডিয়ামে বরাবর হাই স্কোরিং ম্যাচের সাক্ষী থেকেছে ক্রিকেট সমর্থকেরা। আইপিএলের ম্যাচে তার অন্যথা হল না। এ দিনের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর এবং রাজস্থান রয়্যালস। একেবারে রুদ্রশ্বাস ম্যাচে আরসিবির কাছে মাত্র ৭ রানে হারতে হল রাজস্থানকে। হাই স্কোরিং থ্রিলারে একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে বাজিমাত করল আরসিবি। আর এ দিনের ম্যাচেও আরসিবির জয়ের নামক নিঃসন্দেহে ফ্যাফ ডু’প্লেসি এবং গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। মাচ শেষে সে কথা তাঁর বাক্যো স্বীকার করে নিলেন স্বয়ং বিরাট কোহলি। তার কথায় ম্যাক্সি (গ্লেন ম্যাক্সওয়েল) আর ফ্যায়ের(ফ্যাফ ডু’প্লেসি) এ দিনের কাউন্টার অ্যাটাক চমোই ম্যাচের থেকেও ভালো ছিল। ম্যাচ শেষে বিরাট কোহলি বলেছেন, সত্যি বলতে টেসর আগেই আমাদের মধ্যে ম্যাচের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়ে যায়। পিচকে দেখেই মনে হচ্ছিল বেশ

শুষ্ক। আমি সেটা দলের সকলকেই বলেছিলামও। আমি এটাও বলেছিলাম ম্যাচে অন্ততপক্ষে দশ ওভার ফ্লাডলাইট ব্যাট করতে হবে, যা মোটেও সহজ হবে না। অ্যাডভান্টেজ বলতে ততক্ষণে বলটা যথেষ্ট ব্যবহারও হয়ে গিয়েছে। তবে ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটারের আইনের ফলে একজন অতিরিক্ত ব্যাটরকে পাওয়া যাবে। ফলে ম্যাচে লড়াইটা সব সময়ে বজায় থাকবে। আর সেই কারণেই চলতি আইপিএলে এতগুলো ম্যাচ ক্লোজ ফিনিশ হয়েছে। ম্যাক্সি আর ফ্যাফের এ দিনের কাউন্টার অ্যাটাক চমোই ম্যাচের থেকেও ভালো ছিল। এটাও বলতে হবে, সে দিনের উইকেটটাও আজকের থেকে অনেক ভালো ছিল।

তিনি আরও যোগ করেন, ম্যাক্সি মাত্র চার ওভারেই ম্যাচটা বিপক্ষের গ্রাস থেকে দূরে নিয়ে যায়। আমরা ভেবেছিলাম এই উইকেটে ১৬০ রান হয়তো যথেষ্ট হবে। তবে যে ভাবে ওরা (ফ্যাফ, গ্লেন) ব্যাট করেছে, তা আমাদের ১৯০-তে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে।

### পরপর চার ম্যাচে হার নাইটদের

## একই ভুল বারবার করলে এভাবেই হারতে হবে : নীতিশ রানা

**নিজস্ব প্রতিনিধি** : বারবার একই ভুল করলে তো হারতে হবেই। ইডেনে চমোই সুপার কিংসের কাছে বিধ্বস্ত হয়ে এমনটাই উপলব্ধি নাইট রাইডার্স দলনায়ক নীতিশ রানার। তিনি স্পষ্ট দাবি করেন যে, নিজেদের ভুলগুলো শুধরে নিতে পারেননি তারা।

হারের কারণ দর্শনতে গিয়ে একবার বোলারদের নিয়ে স্কোড উগারে দেন, তো পরক্ষণেই ব্যাটসম্যানদের দিকে তেপ দাগেন রানা। স্পষ্ট বোঝা যায় যায় যে টানা চার ম্যাচে হেরে ভেঙে গিয়েছে কেকেআরের মনোবল। প্রথমত, পিচ যত ভালোই হোক না কেন, ২০ ওভারে ২৩৫ রান খরচ করা মেনে নেওয়া কঠিন বলে মন্তব্য করেন নীতিশ। পরে ব্যাটসম্যানরা পাওয়ার প্লে-তে রান তুলতে না পরার ফলেই যে তাদের হারতে হয়েছে, এমনটাও কার্যত দাবি করেন তিনি। ম্যাচের শেষে নাইট অধিনায়ক বলেন, এই হার হজম করা মুশকিল। এত ভালো দলের বিরুদ্ধে এই পিচে ২৩৬ রান ত্যাগ করা সবসময় কঠিন। বিশেষ করে যখন আমরা পাওয়ার প্লে-তে ভালো খেলতে পারিনি, তখন এত রান ত্যাগ করা আরও মুশকিল। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের জন্য রাহানেকে কৃত্তি্ব দিয়েও নীতিশ বোলারদের রান খরচের বহর নিয়ে বলেন, কৃত্তি্ব দিতে হবে রাহানেকে, আজ ও যেমন ব্যাট করেছে, একেবারে নিজের ইচ্ছে মতো টেনে নিয়ে গিয়েছে ম্যাচ। তবে যেমন পিচই হোক না কেন, ২০ ওভারে ২৩৫ রান খরচ করা মেনে নেওয়া কঠিন।

ধারাবাহিকভাবে নিজেদের ব্যর্থতার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে রানা বলেন, ইতিবাচক দিক অবশ্যই কিছু রয়েছে। আগেও যতগুলো ম্যাচ খেলেছি, সবেত্তেই কিছু ইতিবাচক দিক ছিল। ইতিবাচক দিকের কথা যদি বাদ দিই, তবে যে সব জয়গায় আমাদের দুর্বলতা রয়েছে, সেই জায়গাগুলোয় আমরা উন্নতি করতে পারনি। যদি এত বড় টুর্নামেন্টে এত বড়বড় দলের বিরুদ্ধে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে থাকো, তবে সব সময় ম্যাচ হেরে মাঠ ছাড়তে হবে, এটা আমার ধারণা।

নাইট দলনায়ক কার্যত স্বীকার নেন যে, পাওয়ার প্লে-তেই ম্যাচ অর্ধেক হেরে বসেছিলেন তাঁরা। তাঁর কথায়, এত রান ত্যাগ করতে নামলে পাওয়ার প্লে-র সুবিধা কাজে লাগতে হয়। যদি প্রথম ৬ ওভারে পর্যাপ্ত রান না

তুলতে পারো, তবে সবসময় খেলায় পিছিয়ে থাকতে হবে। তার পরে গোটা দু’য়েক উইকেট হারিয়ে বসলে পার্টনারশিপ তৈরি করার জন্য পাঁচ-দশটা বল খরচ হয়ে যায়। ফলে চাপ আরও বাড়ে। তাই প্রথম ছয় ওভার খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এদিকে, ২০১৩ আইপিএলে পুণে বনাম চমোইয়ের ম্যাচে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল ইডেন গার্ডেন। সৌরভ বনাম ধোনির লড়াইয়ে দুই তারকার জন্য দু’ভাগে ভাগ হয়ে গলা ফাটিয়েছিল তিলোত্তমা। কিন্তু দশ বছর পর যেন গোটা ইডেন গার্ডেনের একছত্র মালিক হয়ে গেলেন ধোনি একাই। তাঁর ক্যারিজমাতেই এক নিমেষে ইডেন হয়ে উঠল চিপকা। সেই ইডেনকে নিরাশও হতে হয়নি। দর্শকদের মন এবং ম্যাচ- দুই-ই জিতে নিলেন ক্যাপ্টেন কুল। হোম ফেভারিটদের পরাস্ত হতে দেখেও হাসতে হাসতে মাঠ ছাড়লেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। কারণ দিনের শেষে জয় হয়েছে ভালবাসার, আরেগোর আর সর্বোচ্চরি স্পোর্টসম্যান স্পিরিটের। প্রায় তিন বছর পর ইডেনে পা রেখেই রাজস্ব করলেন ধোনি। বলা ভাল ধোনির চমোই। কনওয়ে, রাহানে, শিবম দুবদের দুর্দান্ত ইনিংস কেকেআরের সামনে তৈরি হল রানের পাহাড়। যে পাহাড়ের শিখর ছোঁয়া ছিল কার্যত অসম্ভব। কারণ উলটো দিকে যে বোলারই থাকুন না কেন, নেপথ্য মগজাস্ত্রের নাম ধোনি। তাই ঘরের মাঠেও যেন একেবারে এক ঘরে হয়ে গেলেন নীতীশ রানার। বাংলাদেশি ব্যাটার লিটন দাসকে নিয়ে এক ম্যাচেই মোহভন্দ হয়েছ কেকেআরের। তাই এদিন তাঁকে আর প্রথম একাদশে রাখা হয়নি। তবে ওপেন করতে নেমে বার্থ সুনীল নারিন (০)। মাত্র ১ রান করেই প্যাভিলিয়নে ফেরেন আরেক ওপেনার জগদীশনা। ইনিংসের ৭০ রানের মধ্যে ডেক্সট্রেশ আইহার (২০) ও রানাকে (২৭) ফেনান চমোই বোলাররা। আরও একবার ম্যাচের হাল ধরেন সেই রিঙ্কু সিং। তবে শ্রেয়স আইহারের পরিবর্ত জেসন রয় এদিন নিজের সেরাটা উজার করে দিয়েছিলেন। চাপের মুখে ২৬ বলে ৬১ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন। তবে তাঁদের লড়াই জয়ের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না, এই যা। কিন্তু বারবার বার্থ একসময় নাইটদের একাছাতে জয় এনে দেওয়া তারকা আন্দ্রে রাসেল। আর সেটাই ভাবাচ্ছে কেকেআরকে।

## ফেরান তোরেসের গোলে অ্যাথলেটিকোকে হারিয়ে

## লা-লিগার খেতাবের আরও কাছে বার্সেলোনা



**বার্সেলোনা, ২৪ এপ্রিল** : লিওনেল মেসি পরবর্তী অধ্যায়ে নিঃসন্দেহে বার্সেলোনা ক্লাব এই মরশুমে তাদের সেরা ছন্দে রয়েছে। যার প্রমাণ মিলছে ঘরোয়া লিগের ম্যাচেও। টানা তিন ম্যাচের জয়ের খরা কাটিয়ে উঠল তারা। পাশাপাশি তারা কাটালো গোল করতে না পারার হতাশাও ইউরোপ তথা লা লিগার অন্যতম শক্তিশালী অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদকে হারিয়ে দিল বার্সেলোনা। লা লিগার শিরোপা ফের একবার জয়ের পথে অনেকটাই এগিয়ে গেল জাভি হার্নান্দেসের ছেলেরা।

নিজেদের ঘরের মাঠ ক্যাম্প ন্যুতে রবিবার লা লিগার হাইডোলেজ ম্যাচটি ১-০ গোলে জিতে গেল বার্সেলোনা দল। লিওনেল মেসির প্রাক্তন ক্লাবের হয়ে প্রথমার্ধে জয়সূচক গোালটি করেন ফেরান তোরেস। কোপা ডেল রেতে কয়েকদিন আগেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে ৪-০ গোলে বিপর্যস্ত হতে হয়েছিল বার্সাকে। এরপরেই ঘরের মাঠেই লা লিগায় জিরোনায় বিরুদ্ধে

গোলশূন্য ড্র করে বার্সেলোনা। গত সপ্তাহে লা লিগাতে গোটাক্ষের বিপক্ষে আওয়ে ম্যাচেও গোলশূন্য ড্র করে তারা। প্রায় তিন সপ্তাহ পরে অবশেষে জয়ের মুখ দেখলো বার্সেলোনা।

স্পেনের ঘরোয়া লিগে টানা ছয় জয়ের পরে আত্মবিশ্বাসী হয়ে মাঠে নামা অ্যাথলেটিকোকে হারিয়ে লিগ টেবিলের পয়েন্ট তালিকায় ১১ পয়েন্টে এগিয়ে গেল কাতালান ক্লাব। বার্সেলোনা এ দিনও শুরু থেকে বল পজিশন রেখে খেলা চালিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু প্রতিপক্ষের ডিফেন্সকে ভেদ করতে পারছিল না তারা। ৩৫তম মিনিটে মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেনের অনবদ্য সেডে গোল খাওয়ার হাত থেকে বেঁচে যায় বার্সেলোনা। বজ্রের মধ্যে থেকে প্রিজমানের শট ঝাঁপিয়ে পরে ঠেকান এই জার্মান গোলরক্ষক। ম্যাচের ৪৪তম মিনিটে গোল লক্ষ্য করে প্রথম শট নেয় বার্সেলোনা। আর তাতেই লিড নেয় তারা। ডান দিক থেকে রফিনিয়ার পাস ধরে বজ্রের মুখ থেকে ডান পায়ের নীচু শটে গোলটি

করে দলকে লিড এনে দেন স্প্যানিশ তারকা ফরোয়ার্ড ফেরান টোরেস। ৬২তম মিনিটে দারুণ একটি গোলের সুযোগ হাতছাড়া হয় বার্সেলোনার। বজ্রে গাভির নেওয়া ডান পায়ের কোনাকুনি শট দুরের পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। পরের মিনিটেই গোল পেতে পারতো অ্যাথলেটিকো। তবে ফাঁকায় বল মনে হচ্ছিল যে খাতায়কলমে একটি অর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার রদ্রিগো ডি’পল।

৭১তম মিনিটে লিড নেওয়ার দুটি সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করে বার্সেলোনা। বজ্রে ফাঁকায় বল পেয়েও শট নিতে বার্ষ হন গাভি। সতীর্থের পা ঘুরে ছয় গজ বজ্রে বল পান রফিনিয়া। গোলরক্ষক আগেই অন্য দিকে ঝুঁক পড়েন। ফলে গোল ছিল কার্যত ফাঁকা। কিন্তু ঠিকমতো শট নিতেই পারেননি রফিনিয়া। শেষ পর্যন্ত ওই ১-০ ব্যবধানই ম্যাচ জেতে বার্সা। আপাতত ৩০ ম্যাচে ৭৬ পয়েন্ট রয়েছে বার্সেলোনার। সমান ম্যাচে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ।

## ইডেনের সমর্থনে

## আপ্পুত ধোনি

**নিজস্ব প্রতিনিধি** : ষাট হাজার আসন-বিশিষ্ট স্টেডিয়ামের চারিদিকে মোবাইলের আলো জ্বলছে। প্রায় সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। তৈরি হয়েছে একটা মায়ারী পরিবেশ। হয়ত সকলের গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। সম্ভবত শুধু একজন বাদে, তিনি হলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। কারণ আবেগ তো তাঁকে ছুঁতে পারে না। কিন্তু তা বলে বাকিরা কি ধোনি আবেগের স্রোত থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন? নিঃসন্দেহে পারেন না। তাই কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) হোম ম্যাচে ইডেনের গ্যালারি ‘হলুদ’ হয়ে গেল। পুরো স্টেডিয়ামে স্ট্রেফ একটাই ধ্বনি উঠল – ‘ধোনি, ধোনি’।

শুধু ধোনির ব্যাট করতে নামার সময় নয়, রবিবারসীয় সন্ধ্যা-রাতটা মাহিভেই মগ্ন থাকল ইডেনে গার্ডেন্স। বাস থেকে নেমে ইডেনে প্রবেশের সময় হোক বা টসের সময় হোক বা ফিল্ডিংয়ের সময় হোক বা ‘ধোনি রিভিউ সিস্টেম’ (ডিআরএস) সঠিক প্রমাণিত হওয়া হোক, মাহি মাদকতায় ইডেন আচ্ছন্ন হয়ে থাকল। ইডেনকে দেখে মনে হচ্ছিল যে খাতায়কলমে একটি ম্যাচ হচ্ছে। লেগেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং চমোই সুপার কিংস।

কিন্তু ইডেনের কাছে মাঠে একজনই ছিলেন, তিনি হলেন ধোনি। তাঁর জন্যই ইডেনে পুরো হলুদ সমুদ্রে ভেসে গেল। কেকেআর কার্যত পাভাই পেল না। সেই ইডেনকে দেখে আপ্পুত হয়ে গেলেন স্বয়ং ধোনিও। ম্যাচের পর চমোইয়ের অধিনায়ক ধোনি বলেন, আমি শুধু এটাই বলব যে এভাবে সমর্থন করার জন্য ধন্যবাদ। (ইডেন গার্ডেন্সে আজকের ম্যাচের জন্য) প্রচুর মানুষ এসেছেন। এরপর যখন কেকেআরের ম্যাচ হবে, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ কেকেআরের জার্সি পরে মাঠে আসবেন।